NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ গেরুয়া ঝড়ের নেপথ্যে কি মোদি ম্যাজিক

জয়পুরে আইপিএল ম্যাচে বিরাট শতরান ৮

কলকাতা ৭ এপ্রিল ২০২৪ ২৪ চৈত্র ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 7.4.2024, Vol.17, Issue No. 295, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফোন থানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভূপতিনগর: পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে এনআইএ-র ওপর হামলার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়ে শনিবারপ ফোন এল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে। সূত্রের খবর, এনআইএ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় ১২ ঘণ্টার মধ্যে ভূপতিনগর থানা থেকে রিপোর্ট তলব করেছে অমিত শাহের মন্ত্রক। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে এনআইএ-র মোট তিনটি দল আলাদা ভাবে ভূপতিনগরে ঢুকেছিল। তাদের মধ্যে দুটো দল ২০২২ সালের বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে দুই তৃণমূল নেতার বাড়িতে যায়। একটি দল আসে ভূপতিনগর থানায়। এলাকায় অভিযানে নামার কথা বলে পুলিশের সাহায্য চায় ওই দল। পুলিশের তরফেও সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু তার মধ্যেই খবর আসে থানায় যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হামলা হয়েছে।

সমস্ত বুথে বাহিনী নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে লোকসভা ভোটের প্রথম দফায় সমস্ত বুথে থাকছে না কেন্দ্রীয় বাহিনী। তিন জেলায় শুধুমাত্র স্পর্শকাতর বুথগুলিতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার পরিকল্পনা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বৈঠকে বসেন কমিশন কর্তারা। এর পিছনে বাহিনীর সংখ্যার অপ্রতুলতাকেই দায়ী করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে,আগামী বুধবারের মধ্যে রাজ্যে আরও ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। এই মুহূর্তে ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন আছে বিভিন্ন জেলায়। বাড়তি আরও ১০০ কোম্পানি এলে মোট ২৭৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন হবে প্রথম দফা ভোটের আগে। তা সত্ত্বেও আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচনে সমস্ত বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্ভব হবে না বলেই মনে করছেন নির্বাচন কমিশন।

আজ, পুরুলিয়ার মমতার সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গের পর এবার দক্ষিনবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, পুরুলিয়ায় সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ৮ তারিখ সভা আছে বাঁকুড়ায়। এই দু'টি সভা করার জন্য শনিবারই তিনি বিমানে অন্ডাল কাজী নজরুল বিমানবন্দরে নামেন। সেখান থেকে সড়ক পথে রওনা দেন দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে । নির্বাচনবিধি লাগু হওয়ার জন্য সরকারি কোনও গেস্ট হাউসে থাকবেন না। তাই তিনি সিটিসেন্টারে ক্ষুদিরাম সরণিতে একটি বেসরকারি হোটেলে থাকবেন।

এনআইএ মধ্যরাতে বাড়িতে হানা দিলে মহিলারা কি চুপ করে ঘরে বসে থাকবেন?

ভূপতিনগরে অভিযান নিয়ে হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রীর

"ওখানে মহিলারা হামলা করেননি। আসলে হামলা করেছে এনআইএ। মধ্যরাতে গিয়ে যদি মহিলাদের বাড়িতে অত্যাচার করে, তবে মহিলারা কি হাতে শাঁখা, বালা পরে বসে থাকবে?"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট: ভোটপ্রচারে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা। শনিবারে তাঁর জোড়া সভা ছিল দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুরে। সেখান থেকেই ভূপতিনগরে এনআইএ অভিযান ও তাদের ওপর হামলার ঘটনার সরব হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

বালুরঘাটের মঞ্চে থেকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'ওখানে মহিলারা হামলা করেননি। আসলে হামলা করেছে এনআইএ। মধ্যরাতে গিয়ে যদি মহিলাদের বাড়িতে অত্যাচার করে, তবে মহিলারা কি হাতে শাঁখা, বালা পরে বসে থাকবে? মাথায় ওড়না দিয়ে বসে থাকবে? তারা নিজেদের ইজ্জত বাঁচাবে না।' পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে বিস্ফোরণ-মামলার তদন্তে গিয়ে এনআইএ আধিকারিকরা আক্রান্ত হন। ২ জন আহত। পাথর ছুড়ে ভাঙা হয় কেন্দ্রীয় এজেন্সির গাড়ির কাচ। এ নিয়েই সরব রাজ্য-রাজনীতি।

মমতা এদিন বলেন, ভূপতিনগরে মাঝরাতে এনআইএর অভিযান আসলে করানো হয়েছে বিজেপিকে ভোটে সাহায্য করার জন্য। তাঁর কটাক্ষ, 'কবে কোথায় মেদিনীপুরে একটা চকোলেট বোমা ফেটেছে, তার তদন্ত করতে এই ভোটের মুখে মাঝরাতে ছুটে আসতে হল এনআইএকে?'

এ প্রসঙ্গে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, 'আমরা বিজেপির কমিশন চাই না। আমরা নিরপেক্ষ কমিশন চাই।' তাঁর কথায়, 'বেছে আমাদের বুথ এজেন্ট, ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করছে। জেতার ব্যাপারে বিজেপি এতো কনফিডেন্ট যদি থাকেই, তাহলে তাদের এই কাজ করতে হচ্ছে কেনো। কনফিডেন্স থাকলে অরবিন্দকে (কেজরিয়াল) গ্রেপ্তার করতো না।মুসলিম দেখলেই এনআইএ দিয়ে দিচ্ছে। হিন্দুদেরও ছাড়ছে না।'

বালুরঘাটে সভা করার পর উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রীর। আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে ২০২২ সালের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ-র অভিযান এবং তৃণমূলের অঞ্চল ও বুথ সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে উত্তর দিনাজপুরের সভা থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ভোটের মুখে এলাকায় তৃণমূলের সংগঠনকে দুর্বল করে দিতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চক্রান্ত করে এজেন্সিকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। জয় নিয়ে নিশ্চিত থাকলে কেন তৃণমূল কর্মীদের গ্রেপ্তার করাতে হচ্ছে, প্রশ্ন তাঁর।

পুলিশকে না জানিয়েই কি অভিযান! এনআইএ-র ওপর হামলার দায় কার?

রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভূপতিনগরে এনআইএর আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং পুলিশের ডিজির কাছ থেকে ওই ঘটনার রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা নির্বাচন দপ্তর এবং জেলার পুলিশ সুপারের রিপোর্টও তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে গিয়ে গ্রামবাসীর একাংশের হামলার মুখে পড়েন এনআইএ আধিকারিকরা। এনআইএ সূত্রের দাবি, ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে শনিবার ভোরে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। সেখান থেকে দু'জন অভিযুক্তকে আটক করে গাড়িতে তোলার পরই গ্রামবাসীদের একাংশ হামলা চালায়। ভূপতিনগর বিস্ফোরণ কাণ্ডে সম্প্রতি আট জনকে এনআইএ-র কলকাতার দপ্তরে হাজির দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অভিযুক্তরা হাজিরা না দেওয়ায় শনিবার ভোরে গ্রামে পৌঁছন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যে ভূপতিনগর থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভূপতিনগর: সন্দেশখালির পর ভূপতিনগর। ইডির পর এনআইএ। রাজ্যে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপর হামলার অভিযোগ উঠল। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে বিস্ফোরণ-মামলার তদন্তে গিয়ে ২ জন এনআইএ (জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা)-আধিকারিক আহত হন বলে জানা গিয়েছে। সংস্থার গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে।

এনআইএ-র দাবি, ভূপতিনগর বিস্ফোরণ-মামলায় শনিবার ভোরে একজনকে আটক করে নিয়ে আসার সময় তাঁদের আধিকারিকদের ওপর কয়েকজন চড়াও হন। আটক ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানায় উত্তেজিত জনতা। এরপরই গাড়ি ঘিরে ফেলা হয়। পাথর ছুড়ে ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ির কাচ।

ভূপতিনগরে বিস্ফোরণ-মামলায় তলব এড়ানো দুই তৃণমূল নেতা, কর্মীকে গ্রেফতার করে এনআইএ। ধৃত বলাইচরণ মাইতি তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। অন্য জন, মনোব্রত জানা। তিনি স্থানীয় তৃণমূল নেতা। জানা গিয়েছে, দু'জনেই এনআইএ-র হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। বলাইচরণ মাইতি এবং মনোব্রত জানাকে শনিবার

'এনআইএ অফিসারদের উপর আক্রমণ গুরুতর ঘটনা। তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে হুমকি দেওয়া কোনও কাজের বিষয় নয়। এই ঘটনাকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে।'

সিভি আনন্দ বোস, রাজ্যপাল

বিকেলে কলকাতার বিচার ভবনে হাজির করানো হয়। কলকাতার নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক সৌমেন্দ্রনাথ দাস, ধৃত দু'জনকে আগামী বুধবার ১০ এপ্রিল পর্যন্ত এনআইএ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

ধৃত বলাইচরণের স্ত্রীর দাবি, তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানায় এনআইএ। বাড়িতে ঢুকেই সবকটি দরজা বন্ধ করে দেন তদন্তকারীরা। নিয়ে নেওয়া হয় তৃণমূল নেতার পরিবারের সবকটি মোবাইল ফোন। তাঁরা কারও

নালিশ ঠুকবে তৃণমূল কংগ্রেস

ভূপতিনগর যাচ্ছেন চন্দ্রিমা-কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এনআইএ-র ভূমিকা নিয়ে 'অতিসক্রিয়তা'র অভিযোগ তুলে এ বার নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাতে চলেছে তৃণমল। অভিযোগ, এনআইএ-র মতো কেন্দ্রীয় সংস্থার 'অপব্যবহার' করছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকার। জরুরি ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনারের সময় চাওয়া হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। তৃণমূলের ওই প্রতিনিধি দলে এক জন রাজ্যসভার সাংসদ এবং এক জন প্রাক্তন সাংসদ থাকবেন। পাশাপাশি, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভূপতিনগরে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং কুণাল ঘোষ তাঁর নির্দেশে ভূপতিনগর যাবেন।

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।'

নিশীথ প্রামাণিক, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

সঙ্গে যোগাযোগ করেননি এবং তাঁদের বাড়ির সামনে আধিকারিকদের ওপর কোনও হামলা হয়নি বলে দাবি করেছেন ধৃত বলাইচরণের স্ত্রী।

এদিকে, এনআইএ-র ওপর হামলা ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ফের শুরু হয়েছে তরজা। পুলিশের দাবি, তাদের জানানোর আগেই অভিযান শুরু করে দিয়েছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। পুলিশের তাদের পক্ষ থেকে তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু তার মধ্যেই পুলিশের কাছে খবর আসে এনআইএ-র তদন্তকারীরা আক্রমণের মুখে পড়েছে গ্রামে। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পুলিশকে না-জানিয়ে মধ্যরাতে তদন্ত করতে গেলে যা হওয়ার তাই হয়েছে।

২০২২-এর ২ ডিসেম্বর, কাঁথিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আগের রাতে, ভূপতিনগরে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল এক তৃণমূল নেতার বাড়ি। তৃণমূলের বুথ সভাপতি-সহ ৩ জনের ঝলসানো মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ওই ঘটনার তদন্তভার পেয়েছে এনআইএ।

রাজ্যপালের নির্দেশ নিয়ে সুর চড়ালেন ব্রাত্য, বেতনটাও উনি দিয়ে দিন, কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে তপ্ত শিক্ষাঙ্গন। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের শিক্ষাক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ নিয়ে এবার আরও সুর চড়ালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে রাজ্যপালই বেতন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপকদের! ব্রাত্য বসুর কথায়, রাজ্য বেতন দেবে আর রাজ্যপাল নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবেন, তা হবে না। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাজভবন থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসে দুর্নীতি, হিংসার আবহ রয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রের ক্যাম্পাসকে নির্বাচনী প্রচার ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ নিয়ে রাজ্যপাল তথা আচার্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট অথবা হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে সেই তদন্ত হবে। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তৃণমূল সমর্থিত ওয়েবকুপার বৈঠক এবং সেখানে ব্রাত্য-সহ তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতি নিয়েই সাম্প্রতিক সমস্যার সূত্রপাত। শুক্রবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের ঘর সিল করে দেওয়ারও নির্দেশ

দিয়েছেন বোস। যদিও শনিবার ব্রাত্য জানালেন, উপাচার্যের ঘর কেউই সিল করেনি। দরজা খোলাই রয়েছে। এদিকে, রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্যের আদৌ এই ধরনের নির্দেশিকা দেওয়ার এক্তিয়ার কতটা রয়েছে তা নিয়ে রাজ্যের তরফে প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বক্তব্য, রাজ্যপালের অপর সত্তা আচার্য বা চ্যান্সেলর। তাঁর নিয়োগ করা অন্তর্বর্তী উপাচার্যদের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম গন্ডগোল হচ্ছে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ ধরনের অচলাবস্থা তৈরি হয়, তা হলে এই উপাচার্যদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়াই উচিত। শনিবার একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্রাত্য বলেন, 'আমরা তো বার বার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চলতে বলছি। উনি একাই সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন! আমরা তো বলছি, ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যদি এ রকম চলে, তা হলে তো আমরা যৌথ ভাবেই তদন্ত করতে পারি।'

সংঘাতের আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক নিয়েও মুখ খুলেছেন ব্রাত্য। বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যখন দেখা করেছিলেন, উনি বলেছিলেন বিলে সই করে দেবেন। তার পর আর করেননি।'

জলপাইগুড়িতে সভা মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: কোচবিহারের পর আজ, রবিবার জলপাইগুড়িতে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, পাশাপাশি দুই আসন জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের জন্য একই মঞ্চ থেকে ভোটের প্রচার সমাবেশ করবেন মোদি। আগে ঠিক ছিল রবিবার প্রথমে বালুরঘাটে সভা করে জলপাইগুড়ি যাবেন তিনি। তবে ঝড়ের তাণ্ডবের পরে বদলে গিয়েছে মোদির পরিকল্পনা। জানা গিয়েছে, ঝড়ে বিধ্বস্ত জেলার পরিস্থিতি নিয়ে জেলার বিজেপি নেতাদের সঙ্গে কথাও বলতে পারেন।

বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের ভাগ্য নির্ধারক এবার মহিলা ভোটাররা

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনে একে অপরকে টক্কর দেওয়া ঠিক কেমন হতে পারে তা ২০১৯-এ দেখা গিয়েছিল বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে। সেবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি-তৃণমূলের ব্যবধান ছিল মাত্র ২ হাজার ৪৩৯ ভোটের। যা লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত কম। আর এই কেন্দ্রে সবথেকে মজার ব্যাপার হল, এখনও পর্যন্ত যে তিনটি লোকসভা নির্বাচন হয়েছে তাতে তিনটি দল থেকেই সাংসদ বাছাই করেছেন এখানকার বাসিন্দারা। সিপিএম, তৃণমূল ঘুরে এই আসন এখন বিজেপির দখলে। এদিকে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের সমীক্ষা বলছে, বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবেন মহিলা ভোটাররা। সেই কারণে ভোট ময়দানে নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে জোরকদম প্রচারে তৃণমূল আর বিজেপি উভয়েই। এদিকে ২০২৪-এ এই কেন্দ্রে তৃণমূলের তরফে প্রার্থী তালিকায় এনেছে বড় চমক। প্রার্থী হিসেবে বাছা হয়েছে বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কীর্তি আজাদকে। অন্যদিকে বিজেপির তরফ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে বিতর্কিত মন্তব্য করে বঙ্গ রাজনীতির সার্চ লাইটের আলোতে থাকা দিলীপ ঘোষকে। একদা বাম দুর্গ বলে পরিচিত এই লোকসভা কেন্দ্রে বামেদের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুকৃতি ঘোষালকে। বর্ধমান-দুর্গাপুর

লোকসভা ইতিহাস বলছে, ২০০৯ সালে আসন পুনর্বিন্যাসের ফলে গঠিত হয় এটি। বর্ধমান, কাটোয়া এবং দুর্গাপুর-এই তিনটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৈরি হয় বর্ধমান পূর্ব এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র। ফলে নয়া আসন পুনর্বিন্যাসে এই লোকসভা কেন্দ্রের আওতায় আসে বর্ধমান দক্ষিণ, মন্তেশ্বর, বর্ধমান উত্তর, ভাতার, গলসি, দুর্গাপুর পূর্ব এবং দুর্গাপুর পশ্চিম এই সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র। এর মধ্যে দুর্গাপুর পূর্ব ও দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা আসন পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অন্তর্গত। বাকি পাঁচটি বিধানসভা আসন পূর্ব বর্ধমান জেলায়। প্রায় ১৬ লক্ষ ভোটার রয়েছেন এই লোকসভা কেন্দ্রে। বঙ্গের অন্যান্য লোকসভা কেন্দ্রের মতোই এখানেও রয়েছে নানা জাতির মানুষের বাস। যাঁদের মধ্যে বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০২ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.২৭ শতাংশ, জৈন ০.০২ শতাংশ, শিখ ০.২২ শতাংশ, মুসলিম ২০.৭৩ শতাংশ, তফসিলি জাতি ২৭.৪১ শতাংশ, তফসিলি উপজাতি ৬.৩ শতাংশ। সাক্ষরতার হার ৬৭.৯৯ শতাংশ।

২০০৯ সালে এই আসনে প্রথম নির্বাচনে জেত সিপিএম। জয়ী হন সিপিএমের শেখ সাইদুল হক। এরপর ২০১৪ সালে এই আসনে তৃণমূল প্রার্থী করে মমতাজ সঙ্ঘমিতাকে। তিনি পান ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫২১ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের সইদুল হক পান ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ১৯০ ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী পান ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ২০৫ ভোট। ১ লক্ষ ৭ হাজার ৩৩১ ভোটে জেতেন তৃণমূল প্রার্থী।

এরপর দুয়ের পাতায়

রবিতে স্বস্তি দিতে কালবৈশাখী! বৃষ্টির জন্যে চাতকের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৈশাখের আগেই দহনজ্বালা। বৃষ্টির জন্যে হা-পিত্যেশ। গুমোট গরম। বৃষ্টি কোথায়? এপ্রিলের শুরুতেই কলকাতার তাপমাত্রার পারদ ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাপিয়ে গিয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি বেশি। ২৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই পরিস্থিতিতে সামান্য আশা জেগেছে আলিপুর হাওয়া অফিসের কথায়। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, কালবৈশাখী হতে পারে রবিবার। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালবৈশাখী হতে পারে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা। তবে আপাতত পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা না থাকলেও অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে। পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলায় এদিন বিকালের পর থেকেই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া,মুর্শিদাবাদ,বীরভূমে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার পরিমাণ আরও বাড়বে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ৫০ থেকে ৬০

কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। অন্য দিকে রবিবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এদিন বিকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে কলকাতায়। রবিবারও বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ৯ এপ্রিল বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে। ১০ এপ্রিল এটি থাকবে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে। ফলে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঢুকবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। আগামী চার দিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। এদিকে শুক্রবার পানাগড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পুরুলিয়ায় ৪১.৫ ডিগ্রি, বাঁকুড়ায় ৪০.৫ ডিগ্রি, মেদিনীপুরে ৪০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আসানসোলে ৪০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, দমদমে ৩৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that **SAJIB SAHA** son of **SONJOY SAHA** is applying to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs for naturalization and that any person who knows any reason why naturalization should not be granted should send a written signed statement of the facts to the said Secretary

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীরাম ঘোষ, পিতা- শ্রী নিতাই ঘোষ, সাং- নবদ্বীপ, রাণীরচড়া, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, বিগত ইং ২৮/১১/২০২২ তারিখে পাওয়ার অফ এ্যাটনী (রেজিস্ট্রার পাওয়ার এ্যাটনী নং ৩৮৮১/২০২২) (এ.ডি.এস.আর নবদ্বীপ) বলে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি কল্পনা ঘোষ কে বিক্রয় করেন। এক্ষনে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে শ্রীরামপুর বিএল এ্যান্ড. এল. আরও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

তপশীল

থানা- নাদনঘাট (পূর্বস্থলী), জেলা- পূর্ব বর্ধমান, মৌজা ১৩৫ নং শ্রীরামপুর, খতিয়ান নং এল.আর. ৪৮৫০, দাগ নং আরএস ও এলআর ১৬২০, রকম- আউস, পরিমান- ২.৮ শতক।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনজীবি
(ফাল্গুনী রায়)
এ্যাডভোকেট,
নবদ্বীপ কোর্ট।

আমমোক্তারামা

চন্দন দেবনাথ ও উত্তম দেবনাথ, উভয়ের পিতা মৃত বিনোদ দেবনাথ, সাং জাগুলী (ভৌমিকপাড়া), পোঃ বড়জাগুলী, থানা ঃ হরিণঘাটা, জেলাঃ নদীয়া বিগত ইং ১৮.০৮.২০২৩ তারিখে হরিণঘাটা সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে ১নং বহির ৩৪২৯ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি আমি বিক্রয় করি। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী সম্পত্তির তপশীল- জেলা - নদীয়া, মৌজা গাংগুরিয়া, জে.এল. নং ৪৪, RS খতিয়ান নং ৯২৫, LR খতিয়ান নং ১৯৬৪, ২৯৭৫, RS ও LR দাগ নং ৮৮০ ও ৯৩৬ এক আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিমান ১১.২০ শতক বা ৬.৭৭৬ কাঠা।

এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ১ মাসের মধ্যে।

ইতি
ভজন বিশ্বাস, পিতা নারায়ন বিশ্বাস,
সাং ও পোঃ সুবর্নপুর,
থানাঃ হরিণঘাটা, জেলাঃ নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলীর সদর মহকুমার ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া
২০২৩ সালের- ৩৫ নং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারীঃ- শ্রী স্বপন কুমার দাস, পিতা- ঁ ধীরেন্দ্র নাথ দাস, সাং- গান্ধীগ্রাম, রাজহাট, পোঃ- রাজহাট, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৩।

এতদ্বারা সর্ব সাধারন এর অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ঁ জহর লাল কোলে, পিতা-ঁ যুগল চন্দ্র কোলে, শেষ বাসস্থান গ্রাম ও পোঃ- রাজহাট, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলী কর্তৃক ইং-০২/১০/২০১৩ তারিখে সম্পাদিত উইল সংক্রান্তে, দরখাস্তকারী যিনি উইল কর্তা কর্তৃক নিয়োজিত একজিকিউটার হইতেছে, প্রবেট পাইবার জন্য আদালতে আবেদন করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে ঁ জহর লাল কোলে ইং- ০৮/০৩/২০১৪ সালে মারা যান। উক্ত প্রার্থনা সংক্রান্তে যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি /সম্মতি থাকে তাহা হইলে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে স্বয়ং অথবা আইনজীবী মারফৎ হাজির হইয়া আপন বক্তব্য জানাইবেন, অন্যথায় মোকর্দ্দমা একতরফা বিবেচিত হইয়া নিষ্পত্তি হইবে ।

উইলের দ্বারা দানকৃত সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-পোলবা, মৌজা ভাটুয়া, জে, এল, নং- ৫৮—

এল. আর. খতিয়ান	এল. আর. প্লট	জমির রকম	পরিমান
১) ১০৭১	১০৫২	শালি	২৯ শতক
২) ১০৭১	১১২৪	শালি	৪৬ শতক
	(মিনি ডিপটিউবওয়েল সমেত)		
৩) ১০৭১	৯৫৩	শালি	৩৯ শতক
মৌজা-রাজহাট,			
৪) ২১৬	২৬৩৪	ডাঙ্গা	১০ শতক
৫) ২১৬	২৭৯২	বাগান	১৭ শতক
৬) ৫৫২	২৬৯০	ডাঙ্গা/ ভিটি	০৯ শতক
৭) ৫৫২	২৮৮৯	শালি	২৩ শতক
৮) ২১৬	২৬৯৯	বাগান	০৭ শতক
		মোট-	১৮০ শতক

দরখাস্তকারীর পক্ষে
গৌরচাঁদ গাঙ্গুলী
উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া

নাম পরিবর্তন

আমি রিয়াংশ বিট হুসেন, পিতা মহঃ রোহিত হুসেন এবং মাতা শ্রীমতি মধুপরনা বিট ঠিকানা 169 NSC Bose Road, Sherwood, Kolkata-7000103। রিয়াংশ বিট নামে পরিচিত হলাম, রিয়াংশ বিট এবং রিয়াংশ বিট হুসেন উভয়ই অভিন্ন এবং একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২১/২৮ নং ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী- সমরনাথ কোঁচ

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী সমরনাথ কোঁচ, পিতা- ঁ অমরনাথ কোঁচ, সাং- ডকটরস্ লেন, আখনবাজার, থানা- চুঁচুড়া জেলা- হুগলী মহাশয় মৃত ইরা সিংহ, পিতা- ঁপ্রসাদ লাল সিংহ এর নামিত পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙেক জমাকৃত ৫৯,০০০.০০ হাজার টাকা পাইবার নিমিত্ত সাকসেসান সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ঃ অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা আদেশ প্রচারিত হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শিবাজী দাস
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত মোকাম চুঁচুড়া
২০২৩ সালের ৮৪ নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারীঃ- শ্রী দেবকুমার নন্দী, পিতা- ঁ প্রদ্যোৎ কুমার নন্দী, সাকিম- সাহাগঞ্জ নন্দী বাড়ি মেইন রোড, পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৪, হাল সাকিম ওলাইচন্ডীতলা, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারীর পিতা প্রদ্যোৎ কুমার নন্দী, পিতা-ঁ নরেন্দ্র কৃষ্ণ নন্দী, সাকিম- সাহাগঞ্জ নন্দী বাড়ি মেইন রোড, পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১০৪ কর্তৃক সম্পাদিত উইলের প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় উপরিলিখিত মোকর্দ্দমা উপরিলিখিত আদালতে দাখীল করিয়াছেন। উক্ত প্রবেট দরখাস্তের বিষয় সমূহ সম্পর্কে কাহারোর কোনরূপ ওজর আপত্তি থাকিলে বা কাহারোর কোনরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার পাইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে নিজে হাজির হইবেন বা কোন উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমার আইনানুগ শুনানি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

১) জেলা ও ডিষ্ট্রীক্ট সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, এ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট সাবরেজিষ্ট্রী অফিস চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়ার অধীন, মাহিপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জে.এল. নং ৭৬, মালঞ্চ রোড মৌজাস্থিত, রিভিশনাল সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ও এল.আর. সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ৩০০ নং খতিয়ানভূক্ত;-

আর. এস. দাগ	এল. আর. দাগ	শ্রেনী	পরিমান
১২৫৭	১২৫৭	শালি	১.৭৪ একর
৪৮৬	৪৮৬	শালি	০.৪৫ একর
৫১৭	৫১৭	শালি	০.০৭ একর
২০৫	২০৫	শালি	০.৬২ একর
২৫০	২৫০	শালি	১.৩৩ একর
১৪৪৫	১৪৪৫	বাস্তু	.০৮ একর

২) জেলা ও ডিষ্ট্রীক্ট সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী, এ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট সাবরেজিষ্ট্রী অফিস চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়ার অন্তর্গত, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভার এলাকাধীন, ২ নং ওয়ার্ডে, সাহাগঞ্জ মহল্ল্যাস্থিত, ১৫/৯ নং হোল্ডিং ভুক্ত, জে.এল. নং ৭, কেওটা মৌজাস্থিত, রিভিশনাল সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ও এল.আর. সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ৩০০ নং খতিয়ানভুক্ত, রিভিশনাল সেটেলমেন্ট স্বত্বলিপির ১৯৭৪ নং দাগে বাস্তু সম্পত্তি পরিমাণ ০.০০৬ একর।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
District Delegate, Hooghly

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ০৭ই এপ্রিল ২৪শে চৈত্র, রবিবার। চতুর্দশী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহুর বিংশোত্তরী বৃহস্পতি মহাদশা। মৃতে অশুভ ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যা ভেবেছিলেন, সেই শুভকাজটি হয়ে পড়বে। আত্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি হবে। প্রতিবেশী স্বজনের নিমন্ত্রন রক্ষা করার জন্যে, শুভদিন। যারা সমালোচনা করে এসেছে-তাদের কাছে আপনার এই জয় কাঁটা হয়ে বিধবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমে শুভ। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্র।

বৃষ রাশি : সিদ্ধান্ত নিন, অতীব শুভযোগ। পরিবারের বাতাবরণ খুশীতে পূর্ণ হবে। উর্ধতন কর্মচারীর নির্দেশে সম্মানবৃদ্ধি যোগ। কিছু কেনা বেচার দ্বারা লাভবান হবেন। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল হবে। লেখক-শিল্পী কলাকুশলীদের শুভ দিন। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা। কোনও ইলেকট্রিক্যাল বস্তু বাড়ীতে খারাপ হয়ে পড়বে। গ্যাসের আগুন থেকে সতর্কতা। সংসারে যে গুপ্ত শত্রু রয়েছে-আজ তার খুশীর দিন, কোনও ষড়যন্ত্র মন্ত্রঃ-দেবী দুর্গার প্রস্তচারিনি মন্ত্রঃ

কর্কট রাশি : বান্ধব দ্বারা, প্রতিবেশীর স্বজন দ্বারা, প্রেমিকদ্বারা কোনও শুভত্ব বৃদ্ধি। যানবাহন দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে দাম্পত্য সুখবৃদ্ধি। নৈরাশ্য সমস্যার সমাধান। মন্ত্রঃ শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ত্র।

সিংহ রাশি : অর্থ প্রাপ্তির দুয়ার খুলছে। যারা হোটেল রেস্তোরা বাণিজ্য করেন, অতীব শুভ সময়, চট জলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন কিছু করুন, ভাল হবে। দাম্পত্যে শ্বশুর বাড়ির কোন সদস্যর দেওয়া সম্মান আজ পুনরায় আনন্দ বৃদ্ধি হবে। সন্তানের কর্মে শান্তি। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ সময়। বিদ্যাভাগ্য ও গবেষণাস্তরে শিক্ষা শুভ। মন্ত্রঃ আদ্যাস্তোত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : দিনটি শুভ। ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে সন্তানকে নিয়ে সামান্য দুঃশ্চিন্তা থাকলেও- তা ক্ষতিকর নয়। পিতা-পিতৃব্য সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। টাকা আসছে গোপন করুন। সংকল্প বিশেষত কাছের মানুষের নিকটে। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

তুলা রাশি : রূঢ় বাক্য দ্বারা সম্পর্ক নষ্ট হবে। জানতে চান কি হয়েছিল? তারপর তর্কে যান ক্রোধ যদি সম্বরন না করতে পারেন তবে ক্ষতি। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের অশুভ। প্রেমে কাঁটা। সতর্ক থাকা উচিত প্রতিবেশী সম্পর্কে। বিতর্ক বাড়তে পারে। মন্ত্রঃ দেবী গৌরী মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ডিভোর্স বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তৃতীয় ব্যক্তির আচরনে ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কৃষিজমি বিষয়ে, পুরাতন বাড়ীর বিষয়ে শুভত্ব বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে যে নারী তার কল্পনা বিস্তার করছে-লাগাম দিন। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্রঃ।

ধনু রাশি : আনন্দপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ে বড় লাভের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যারা ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ করেন তারা। আজ এক নতুন বিষয়ে দৃকপাত হবে। যার থেকে ভবিষ্যতে লাভ প্রাপ্তি নিশ্চয়। মন্ত্রঃ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ দিন। গ্রহ পরিস্থিতি হঠাৎ করে আর্থিক স্থিতি শুভ করবে। ব্যাবসায়িক বড় চুক্তি স্বাযরিত হবে, তা কথা হবে। সন্তানের কোন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : বাণিজ্যে অস্থিরতা সতর্ক থাকা উচিত, কোন অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। প্রতিবেশীর নাক গলানোতে বিবাদ-চরমে পৌঁছবে? সামান্য ব্যাপার অথচ আকার হবে বিরাট। কৃষিজমি বিষয়ে অস্থিরতা। সন্তানের সহযোগিতা না পাওয়া মনকষ্ট বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাস্তোত্র পাঠ।

মীন রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। কথা দিয়ে সে কথা রাখছে। শত্রু রূপী বান্ধব আজ আপনার পাশে ঘুরঘুর করবে। কর্ম প্রার্থীদের কর্মের নতুন পথ। বিদ্যার্থীদের শুভ সকল প্রকার বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ দেব মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কর সংক্রান্ত মামলায় একবছরে রাজ্যের আয় প্রায় ৯০০ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এরাজ্যে বিভিন্ন শিল্প সংস্থার তরফে অমীমাংসিত কর সংক্রান্ত মামলা নিস্পত্তি করে রাজ্য সরকার গত এক বছরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা আয় করেছে।

বিভিন্ন ট্রাইবুনাল বা কোর্টে নিস্পত্তির অপেক্ষায় প্রায় ২৫ হাজার মামলার আদালতের বাইরে মীমাংসার সুযোগ করে দিয়ে এই কর আদায় করা গিয়েছে বলে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। গত অর্থবছরের রাজ্য বাজেটে এই মামলা গুলি নিস্পত্তির জন্য এককালীন মীমাংসার সুযোগ করে দেয় রাজ্য অর্থ দপ্তর। প্রাথমিকভাবে তার জন্য দু'মাস সময়সীমা রাখা হলেও পরবর্তীকালে তা বাড়ানো হয়। সরকারের দাবি, ছোট শিল্প বা ট্রেডিং সংস্থাগুলির পাশাপাশি বড় সংস্থাগুলিও যাতে ওই মীমাংসা প্রকল্পের আওতায় আসে, তার জন্য প্রচার চালানো হয় জোর জদমে। এর মধ্যে দিয়ে গত অর্থবর্ষে ২৫ হাজার কেসের মধ্যে ২২,৭০০টির নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছে। তা থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছে এককালীন ৮৬৩ কোটি টাকা।

প্রকল্পটি চালু করার সময় সময় রাজ্য সরকার জানায়, বকেয়া কর, সুদ, পেনাল্টি, লেট ফি প্রভৃতির মীমাংসার জন্য নামমাত্র টাকা মেটানোর সুযোগ পাবেন ব্যবসায়ীরা। প্রকল্পটি চালু হয় ২০২৩-এর ১ এপ্রিল। প্রথম দু'মাসেই প্রায় ১২ হাজার সংস্থা এই প্রকল্পের সুযোগ নেয়। এর ফলে সেইসময় রাজ্যের আয় হয় ১০০ কোটি টাকারও বেশি। এরপরই সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রকল্পে সরকার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক লাভ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।২০১৭ সালের জুলাই থেকে দেশে চালু হয়েছে অভিন্ন পরোক্ষ করবিধি (জিএসটি)। পশ্চিমবঙ্গে তার আগে যে কর ব্যবস্থা চালু ছিল, তা নিয়ে বেশ কিছু আইনি জটিলতা বা মামলা মকদ্দমায় জড়িয়েছিল রাজ্য। সেই জট কাটিয়ে কর সংক্রান্ত বিবাদ প্রায় মিটিয়ে আনল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এমনকী, আদালতের বাইরেই সেই বিবাদের মীমাংসা করে গত একবছরে রাজ্যের আয় হল প্রায় ৯০০ কোটি টাকা।

এনআইয়ের ওপর হামলা নিয়ে প্রতিক্রিয়া অর্জুন সিংয়ের

বাংলায় আইনের শাসন বলে কিছুই নেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:- বাংলায় আইনের শাসন বলে কিছুই নেই। এখানে শাসকের শাসন চলছে। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে এনআইয়ের ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে শনিবার নৈহাটিতে প্রচারে বেরিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, ভূপতিনগরে বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে গিয়ে হামলার মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-কে। হামলার ঘটনা নিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, বাংলায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই। আইন-শৃঙ্খলা পুরো ভেঙে পড়েছে। সেইজন্য সন্দেশখালি ও ভূপতিনগরে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে হামলার মুখে পড়তে হয়েছে। এদিন বিকেলে তিনি

নৈহাটির গোয়ালা ফটক থেকে প্রচার শুরু করেন। গৌরীপুর চৌমাথা মোড় হয়ে শিবালয় মোড় ও মিত্র পাড়া ঘুরে রামকৃষ্ণ মোড়ে তিনি ভোট প্রচার শেষ করেন। এদিন বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি। এদিন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং দাবি করলেন, প্রচারে তিনি বেশ ভালোই সাড়া পাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের সাড়ায় তিনি অভিভূত।

পিয়ারলেস হাসপাতাল জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির ক্ষেত্রে হিউম্যানয়েড রোবোটিক্স চালুর ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পিয়ারলেস হাসপাতাল পূর্ব ভারতে প্রথমবারের মতো হিউম্যানয়েড রোবোটিক্স চালু করার ঘোষণা করল। নিতম্ব, হাঁটু এবং কাঁধ প্রতিস্থাপনের জন্য থ্রিডি রোবোটিক্স, এআই প্ল্যাটফর্ম এবং মাইক্রোস দ্বারা চালিত লেন্স-এর সঙ্গে মিশ্র বাস্তবতা।

পূর্ব ভারতে প্রথমবারের মতো, পিয়ারলেস হাসপাতাল হিউম্যানয়েড রোবোটিক্স চালু করেছে। হলোলেন্স হল একটি সিটি স্ক্যান ভিত্তিক অগমেন্টেড রিয়েলিটি এআই-সহায়তা প্রযুক্তি যা সার্জনদের হাড় কাটার কার্য সম্পাদন এবং যাচাইকরণের সঙ্গে সঠিক থ্রিডি পরিকল্পনা পেতে সাহায্য করে। মাইক্রোসফ্টদ্বারা চালিত এই প্রযুক্তিটি সেই নির্দিষ্ট রোগীর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ইমপ্লান্ট ব্যবহার করার স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তিগতকৃত প্রান্তিককরণ অর্জনে সহায়তা করে।

সংবাদিক সম্মেলনের সময়, ডাঃ সুজিত কর পুরকায়স্থ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডাঃ ভি.আর. রামানন, মেডিক্যাল ডিরেক্টর, ডাঃ সোমনাথ দে, ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর, ডাঃ স্বর্ণেন্দু সামন্ত, সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং ডাঃ নিখিলেশ দাস, সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের ভাগ্য নির্ধারক

প্রথম পাতার পর

এরপর ২০১৯-এ পদ্ম ঝড়ের প্রভাব পড়ে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে। এই ঝড়ে কিছুটা হলেও ম্লান দেখায় জোড়াফুল শিবিরকে। সেবার এই আসনে বিজেপির প্রার্থী হন ড. সুরিন্দরজিৎ সিং আহলুওয়ালিয়া। তিনি পান ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩৭৬ ভোট। তাঁর নিকটতম তৃণমূল প্রার্থী মমতাজ সঙ্ঘমিতা পান ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯৩৭ ভোট। অন্য দিকে, সিপিএমের আভাস রায়চৌধুরী ঝুলিতে যায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৩২৯ ভোট। শতাংশর বিচারে বিজেপির পক্ষে ভোট পড়ে ৪১.৭৫ শতাংশ আর তৃণমূল পায় ৪১.৫৮ শতাংশ। মূলত দুর্গাপুরের দুই বিধানসভা আসনের লিডই বিজেপিকে জয় এনে দেয়। পূর্ব বর্ধমানের ৫টি বিধানসভায় তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও লাভ হয়নি। অন্যদিকে বামেরা পায় মাত্র ১১.২৬ শতাংশ ভোট। বিজেপি এই কেন্দ্র থেকে লোকসভা নির্বাচনে জয় পেলেও ফল এই বার্তা স্পষ্ট ছিল, যে কোনও মুহূর্তে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হতে পারে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের। এরপর ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই লোকসভার সাতটি আসনের মধ্যে ছ'টি অর্থাৎ বর্ধমান দক্ষিণ, মন্তেশ্বর, বর্ধমান উত্তর, ভাতার, গলসি এবং দুর্গাপুর পূর্বে ওড়ে তৃণমূলের পতাকা। বিজেপি জেতে শুধু দুর্গাপুর পশ্চিমে। এই ট্রেন্ড অনুসারে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনেও বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর হওয়ার সম্ভাবনা।

রাতে পাথুরিয়াঘাটায় বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কলকাতায় বাড়ি ভাঙার আতঙ্ক। গার্ডেনরিচ, বউবাজারের পর এবার বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ল পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।

রাতেই সেখানে দ্রুত পৌঁছয় দমকল বাহিনী ও বিপর্যয় মোকাবিলার দল। শনিবার সকালেও আসেন পুরসভা ও জোড়াবাগান থানার পুলিশকর্মীরা। এলাকার বিধায়ক শশী পাঁজা ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীনা হাজরা ঘটনাস্থলে যান।

বাড়িটিকে ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাড়ির বাসিন্দাদের অন্যত্র যাওয়ার কথা বলে নোটিসও দেওয়া হয়েছে। পাশের একটি জমিতে চলছে বহুতল গড়ার কাজ। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, সেখানে পাইলিং করার জন্যই এই বিপত্তি। ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তা শনিবার ঘটনাস্থলে যান।

ওই বাড়ির দুই বাসিন্দাকেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের একজন ৪৮ বছরের প্রভাদেবী সিং, অন্যজন ৩৬ বছরের বিশ্বামিত্র উপাধ্যায়। দোতলার দেওয়াল ভেঙে তাঁদের দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল উদ্ধার করে।

চোপড়ায় রাজু বিস্টকে কালো পতাকা, উঠল গো ব্যাক স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, চোপড়া: উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া বিধানসভার কাঁচাকালী এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে নেমে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ত।

কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে ওঠে গো ব্যাক স্লোগানও। যাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। শনিবার চোপড়া বিধানসভা এলাকায় প্রথম প্রচারে আসেন রাজু বিস্ত। এদিন কাঁচাকালী বাজার এলাকায় কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে দাসপাড়ার উদ্দেশ্যে বের হন তিনি। চুয়াগাড়ি চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজু বিস্ত। প্রচারকে কেন্দ্র করে এলাকায় আগে থেকেই মোতায়ন ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষের অভিযোগ, 'গত পাঁচ বছর সাংসদ থাকাকালীন রাজু বিস্তকে এলাকায় দেখা যায়নি। পাশাপাশি কোনও উন্নয়নমূলক কাজও করেননি। সেকারণে এদিন এলাকার মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন।'

রক্তদান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: শনিবার প্রায় ৩৯ ডিগ্রি তাপমাত্রাকে উপেক্ষা করে রক্তদান কর্মসূচিতে সামিল হল হাওড়ার রাজাপুর থানার তুলসিবেড়িয়া গ্রাম। তুলসিবেড়িয়া গ্রামের ১৩৯তম শ্মশানকালী পুজো উপলক্ষ্যে ই রক্তদান শিবির বলে জানিয়েছেন সহ সম্পাদক শ্রীকান্ত মান্না। এদিন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মহানন্দ হাজরা। প্রসঙ্গত উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে এই মুহূর্তে রক্ত সংকট চলছে। এই পরিস্থিতিতে এই রক্তদান শিবির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

নবকল্লোল উইনস্টারের দ্বিতীয় লাইফস্টাইল এগজিবিশন শনিবার থেকে শুরু হল গ্যানজেস আর্ট গ্যালারিতে। চলবে রবিবার পর্যন্ত। মহিলাদের নিয়েই এই আয়োজন হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড ছাড়াও বহু নতুন প্রচেষ্টাকে এখানে জায়গা দেওয়া হয়। এই এগজিবিশনে রয়েছে নানা ধরনের শাড়ি, ড্রেস মেটিরিয়াল, কটন ড্রেস, কস্টিউম জুয়েলারি, হাতে আঁকা কফি মাগ, হ্যান্ডমেড চকলেট ইত্যাদি। প্রথম দিনেই মানুষ যে ভাবে আমাদের ভালোবাসা জানিয়েছে তাতে আমরা আপ্লুত।

জলপাইগুড়িতে হাতির হামলায় বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: হাতির আক্রমণে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ধূপঝোড়া আঁচল পাড়ায়। মৃতের নাম সাবিত্রী রাই (৮৫)।

নিহতের ছেলে সন্তোষ রায় জানান, তার মা নদীতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটি হাতি আক্রমণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে বন দপ্তর খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা এবং মাতেলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে জানান, মেটেলি থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে।

অবসর নিতে চলেছেন বন্ধন ব্যাংকের এমডি এবং সিইও চন্দ্রশেখর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা বন্ধন ব্যাংকের এমডি এবং সিইও চন্দ্রশেখর ঘোষ আগামী ২০২৪-এর ৯ জুলাই অবসর নিতে চলেছেন। বন্ধন ব্যাংকের প্রথম এমডি এবং সিইও হিসেবে চন্দ্রশেখর ঘোষ টানা তিনবার পদের দায়িত্বভার সামলেছেন। বোর্ডের কাছে দেওয়া তাঁর চিঠিতে চন্দ্রশেখর ঘোষ উল্লেখ করেন যে অবসরের পর তিনি বন্ধন ফাইনান্সিয়াল হোল্ডিংয়ের বৃহত্তর দায়িত্ব সামলাবেন।

এই প্রসঙ্গে বন্ধন ব্যাংকের এমডি এবং সিই, চন্দ্রশেখর ঘোষ জানান, 'আমার অবসর গ্রহণ একটি সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না। আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে এখানে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী টিম রয়েছে যা এই ব্যাংকের দ্রুত বৃদ্ধি করতে এবং আরো বেশি পরিমাণ গ্রাহককে পরিষেবা দিতে প্রস্তুত বলে আমি নিশ্চিত। গত আর্থিক বছরে ব্যাংক ব্যবসায়িক গতি ফিরে পেয়েছে। এই উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আমার আশা এবং ভরসা আরও সুদৃঢ় হয়েছে এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এটাই সঠিক সময় আমার অবসর নেওয়ার। ২০০১ থেকে শুরু হওয়া বন্ধনের ২০১৫ সালে একটি জাতীয় ব্যাংক হিসেবে রূপান্তরিত হওয়া আমার এই যাত্রাকে পূর্ণ করেছে।' এদিকে বন্ধন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, ব্যাংক সিলেকশন কমিটি ইতিমধ্যেই পরবর্তী এমডি এবং সিইও পদে কাকে দায়িত্ব দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ এপ্রিল ২০২৪ ২৪ চৈত্র ১৪৩০ রবিবার

১০ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যে আসছে আরও ১০০ কোম্পানি বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১০ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যে আসছে আরও ১০০ কোম্পানি বাহিনী। প্রথম দফার ভোটের জন্যই আসছে এই বাহিনী। শনিবার এমনটাই জানান রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। সূত্রের খবর, পয়লা বৈশাখের আগে বা পরে আরও ১৫০ কোম্পানি বাহিনী আসতে পারে বঙ্গে। তবে এ বিষয়ে আফতাবের কাছে নিশ্চিত কোনও খবর নেই।

১৯ এপ্রিল প্রথম পর্বে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভোটগ্রহণ। এই প্রথম দফার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে মোট ৫ হাজার ৪০০ বুথে। এদিকে ইতিমধ্যেই তিন জেলার মধ্যে কোচবিহারে রয়েছে ১৭ , আলিপুরদুয়ারে ৯ ও জলপাইগুড়িতে ১১ কোম্পানি বাহিনী। রাজ্য জুড়ে রয়েছে ১৭৭

কোম্পানি বাহিনী। এত কম সংখ্যক বাহিনী থাকায় প্রশ্ন উঠেছিল আদৌ সব বুথে বাহিনী মোতায়েন করা যাবে কি না তা নিয়ে। এমন এক অবস্থায় রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব শনিবার জানান, বুধবারের মধ্যে আরও ১০০ কোম্পানি বাহিনী আসছে রাজ্যে। যাদের প্রথম দফার ভোটে ব্যবহার করা হবে।

এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, আরও ১৫০ কোম্পানি বাহিনী পয়লা বৈশাখের আগে-পরে রাজ্যে আসতে পারে। তবে এর পাশাপাশি রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব এও জানান, এ বিষয়ে দিল্লি থেকে তিনি কোনও কনফার্মেশন পাননি। সঙ্গে এও জানান, ইতিমধ্যে রাজ্যে ১৭৭ বাহিনী রয়েছে। বুধবার আরও ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। এরপর আরও দেড়শো কোম্পানি বাহিনী এলে মোট ৪২৭ কোম্পানি বাহিনী হবে রাজ্যে।

এদিকে প্রথম দফা ভোটে প্রত্যেক বুথে আধাসেনা জওয়ান মোতায়েন করতে ৩৩৬ থেকে ৩৭৮ কোম্পানি বাহিনী প্রয়োজন হবে।

এরই পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ১০০ শতাংশ বুথেই ওয়েবকাস্টিং করতে হবে বলেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই ওয়েবকাস্টিং করার জন্য প্রত্যেকটি জেলায় ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম চালু করতে হবে যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে যে চিঠি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে পাঠানো হয়েছে, সেই চিঠিতে বলা হয়েছে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা ও একাধিক ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও কমিশনের ফুল বেঞ্চ যখন রাজ্যে এসেছিল তখন ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বুথে ওয়েবকাস্টিং নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। তবে এবার জানানো হয়েছে ১০০ শতাংশ বুথেই করতে হবে এই ওয়েবকাস্টিং।

জামিন পেলেন ভাস্কর সহ ১৬ জন আন্দোলনকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার বিকেলে কলকাতার রাজপথে আন্দোলনকারী চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলে পা মিলিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ সহ ১৬ জনকে। এরপর এক রাত পুলিশ লকআপে কাটিয়ে শনিবার ব্যক্তিগত ৫০০ টাকার বন্ডে জামিন পান ভাস্কর। একইসঙ্গে জামিন পান ১৬ জন আন্দোলনকারী যাদের শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ভাস্কর ঘোষ-সহ ১৬ জন আন্দোলনকারীকে শনিবার ব্যাংকশাল আদালতে পেশ করা হলে বিচারক প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন। মিছিলে নেমে গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের পক্ষে এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন কৌস্তভ বাগচি। তিনি আন্দোলনকারীদের জামিনের জন্য সওয়াল করেন। অন্যদিকে সরকারি আইনজীবী আবার ধৃত আন্দোলনকারীদের জেল হেপাজতের জন্য আর্জি জানান। সম্পত্তি নষ্ট করার অভিযোগ তোলেন তিনি। এর পাশাপাশি রাস্তা বন্ধ করার অভিযোগ ও সাধারণ মানুষের জন্য সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ জানান তিনি।

অন্যদিকে কৌস্তভ বাগচি আবার যুক্তি দেখান, 'অনেক সময় কর্মসূচির অনুমতি পাওয়া পর্যন্ত যায় না। পুলিশের কাছে আন্দোলন করতে চাইলে অনুমতি দেয় না।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা হবে, সে অধিকারও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।' দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর বিচারক ১৬ জনকেই ৫০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করা হয়।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার বিকেলে ধর্মতলা চত্বরে মিছিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির পর প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ভাস্কর ঘোষ-সহ মোট ১৬ জনকে। এরপর রাতে লালবাজারের সামনে একপ্রস্থ বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। অন্যদিকে শুক্রবারের এই ঘটনায় শাসকদলকে বিদ্ধ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি মনে করিয়ে দেন, সত্তরের দশকের সেই জনপ্রিয় স্লোগান, 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার ১১২।' সঙ্গে এও বলেন, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ মনে করিয়ে দেন, রাজ্য পুলিশের কর্মচারী হিসেবে তাঁরাও তাঁদের প্রাপ্য ডিএ পাচ্ছেন না। এরপরও তাঁরা চাকরি প্রার্থী থেকে শুরু করে ডিএ নিয়ে যাঁরা আন্দোলন করছেন তাঁদের মারধর করছেন। এদিকে এদিনের এই ঘটনায় মুখ খোলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষও। তিনি জানান, 'এদিনের এই মিছিলকে যেভাবে পুলিশ থামিয়েছে এবং বিক্ষোভকারীদের আটক করেছে তা বেআইনি। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করে জানান, ক্ষমতায় আসার পর থেকে পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ঠুর ব্যবহারকে কাজে লাগাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এতে তাঁর হতাশাই ধরা পড়ছে। কারণ, তিনি ভয় পাচ্ছেন যে তাঁকে ক্ষমতার থেকে খুব দ্রুত সরিয়ে দেওয়া হবে।' এরপর শনিবার ভাস্কর ঘোষদের জামিন মিলতেই কোর্ট চত্বরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীরা।

পুকুর ভরাটের খবর পেয়ে মাঝরাতে অভিযান প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের পুকুর ভরাটের ঘটনা। এবার ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ ২ নম্বর ব্লক। অভিযোগ পেয়ে শেষ রাতেই অভিযানে নামল প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে খবর, ডোঙারিয়া স্কুলের ঠিক পাশেই চলছিল পুকুর ভরাটের কাজ। স্কুলের পাশে রয়েছে ৬ কাটা পুকুর। এই পুকুর বেশ কয়েকদিন আগে থেকে ভরাট করা শুরু হয় বলে অভিযোগ। এদিকে গার্ডেনরিচের ঘটনার পর প্রশাসনের তরফ থেকে কড়া বার্তা দেওয়া হয় পুকুর ভরাটে। তবে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও শুক্রবার রাতে এই পুকুর ভরাটের কাজ শুরু করেন ওই পুকুরেরই মালিক। এই খবর পেয়ে রাতেই বজবজ ২ নম্বর ব্লকে পুলিশ এবং বিএলআরও অফিসাররা হানা দেন। তাঁদের দেখে কাজ ফেলে পুকুর ভরাট করার লোকজন পালিয়ে যায় ঘটনাস্থল থেকে। এরপর পুলিশ মালিককে হাতেনাতে ধরে বন্ধ করে দেয় পুকুর ভরাটের কাজ।

এর পাশাপাশি স্থানীয় সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, এই পুকুরটি আগে সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতেন। অভিযোগ, পুকুরের মালিক স্বপন মালি প্রোমোটারদের সঙ্গে কথা বলে পুকুরটি ভরাট শুরু করেন। বারণ করা সত্ত্বেও এদিন রাতে ফের মাটি ফেলার কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলেন কর্মীরা। পরে মালিককে ধরে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিকে মালিককে নথিপত্র নিয়ে সোমবার দেখা করতে বলেছে পুলিশ। তাঁর কাছে উপযুক্ত অনুমোদনের কাগজ না থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে।

ছোট বিবাদ থেকে খুন, প্রতিবেশীর মারে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি

গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়ির সামনে জমে থাকা জল নিয়ে ছোট বিবাদ। আর তা থেকেই ঘটে গেল রক্তারক্তি কাণ্ড। ঘটনাস্থল গার্ডেনরিচের বাঙাল বসতি। সেখানে প্রতিবেশীর লোহার রডের আঘাতে প্রাণ গেল মহম্মদ আনিস নামে বছর ৪৯-এর এক ব্যক্তির। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মহম্মদ আনিসকে খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিকে মৃতের ছেলে মহম্মদ আতিফের দাবি, বাড়ির সামনে অপরিষ্কার জল জমা নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে অশান্তি চলছে। শুক্রবার রাত ১০টা ২০ নাগাদ প্রতিবেশীরা তাঁর বাবার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। বাদানুবাদ আচমকাই বিরাটাকার নেয়।

অভিযোগ, লোহার রড দিয়ে ওই ব্যক্তির মাথায় আঘাত করা হয়। তাতেই অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বাবাকে বাঁচাতে ঘটনাস্থলে দৌড়ে যান ওই ব্যক্তির ছেলে। অভিযোগ, তাঁকে হেনস্তা করা হয়। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় বাবাকে উদ্ধার করেন আতিফ। তড়িঘড়ি তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানান, মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

এই ঘটনায় গার্ডেনরিচ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মৃতের ছেলের প্রতিবেশী নাইয়ার সুলতান, আরিফ, নেহা এবং পুনম নামে চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩২৪ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি তদন্তে নামে পুলিশ। এই ঘটনায় মহম্মদ আরিফ এবং তবসুম আরা ওরফে নেহাকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা।

তীব্র গরমে হাত পাখায় সাময়িক স্বস্তির খোঁজ। ছবি- অদিতি সাহা

চলছে ইফতার। নিউমার্কেটে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

সামনেই রামনবমী, বঙ্গে দেদার বিকোচ্ছে রাম-হনুমানের সঙ্গে জড়িত পণ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ১৭ এপ্রিল রামনবমী। এ রাজ্যে সাম্প্রতিক কয়েক বছর ধরে ধুমধাম করে পালন করা হয় ওই দিনটি। রাজ্যের নানা অংশের পাশাপাশি মিছিল বার হয় জেলায় জেলায়। সপ্তাহখানেক আগে থেকেই বিভিন্ন বাজারে ধুম লেগেছে রাম-হনুমানের সঙ্গে জড়িত পণ্যের। বিকোচ্ছে পতাকা, ব্যাজ, ওড়নার মতো রকমারি জিনিস। দোকানে দোকানে ভিড় বেড়েছে রামভক্তদেরও।

অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধন ও ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এবারই প্রথম রামনবমী উদযাপিত হবে দেশে। আর তাই রামভক্তদের মধ্যে এবার উৎসাহ-উন্মাদনা একটু বেশিই। গোটা দেশের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে চলছে রামনবমী প্রস্তুতি। গেরুয়া পতাকা আর ভগবান রামের নামধারী পণ্য বিকোচ্ছে দেদার। বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, এবার চাহিদা অনেকটাই বেশি।

সপ্তাহখানেক আগে থেকেই বিভিন্ন বাজারে ধুম লেগেছে রাম-হনুমানের সঙ্গে জড়িত পণ্যের। বিকোচ্ছে পতাকা, ব্যাজ, ওড়নার মতো রকমারি জিনিস। দোকানে দোকানে ভিড় বেড়েছে রামভক্তদেরও। অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধন ও ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এবারই প্রথম রামনবমী উদযাপিত হবে দেশে।

ভূপতিনগরের ঘটনায় তরজায় জড়াল শাসক-বিরোধী শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগর বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে গিয়ে একাংশ গ্রামবাসীর হামলার মুখে পড়েন এনআইএ আধিকারিকরা। এর আগে গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে শেখ শাহজাহানের খোঁজে সন্দেশখালিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। ঘটনায় তিনজন ইডি আধিকারিকের মাথা ফাটে। এই রোষের আঁচ থেকে বাদ যাননি কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন জওয়ানরাও।

এই দুই ঘটনাকে সামনে রেখে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস। বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে জানান, 'বাংলায় যে আইনের শাসন নেই, তা এ ঘটনা থেকেই স্পষ্ট। আদালতের নির্দেশে তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত হতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিএসএফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।' আর এই প্রেক্ষিতেই শমীকের প্রশ্ন, এরপরেও শান্তির ভোট সম্ভব কি না তা নিয়েই। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্য পুলিশের ডিজি, পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার-সহ পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন নির্বাচন কমিশনে আমি আবেদন জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, এই ঘটনায় রাজ্যের দিকে আঙুল তুলেছে সিপিএম। সিপিএমের রাজ্য নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'সন্দেশখালির ঘটনায় রাজ্য অপরাধীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ভূপতিনগরেও হামলার শিকার হলেন এনআইএ আধিকারিকরা। এই অসভ্যততা চলতে পারে না। এর বিহিত প্রয়োজন।' একই সুরে কংগ্রেসের

রাজ্য মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন, 'গুন্ডাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তা নাহলে এনআইএ-র মতো জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তাদের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস ওরা পায় কী করে?'

যদিও ঘটনার নেপথ্যে বিজেপির 'ষড়যন্ত্র' দেখছে শাসকদল তৃণমূল। বিজেপি নেতারা এনআইএ আধিকারিকদের সঙ্গে কিছুদিন আগেই বৈঠক করেছিলেন বলে দাবি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী, গত সপ্তাহেই সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে অভিযোগ করতে শোনা যায়, সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির পর এবার জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে ভোটের আগে তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

এদিনও ঘটনার পর কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমি আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম। বাস্তবে হলও তাই। খেয়াল করে দেখুন, কেন্দ্রীয় এজেন্সি স্থানীয় থানার পুলিশকে জানাল না, অথচ একাংশ মিডিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় ঢুকল। এতেই তো সবটা পরিষ্কার।' সঙ্গে কুণাল এও জানান, 'আসলে বিজেপি চাইছে এজেন্সিকে দিয়ে ভোটের মুখে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করতে। তৃণমূলের বক্তব্য, পরাজয় নিশ্চিত জেনেই ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে।'

তৃণমূলের কর্মসূচিতে অভূতপূর্ব সাড়া মহিলাদের, সদস্য সংখ্যা বাড়ল লক্ষাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি এই দু'মাস ব্যাপী 'চল পালটাই' মিছিল-মিটিংয়ের পাশাপাশি 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূলের রাজ্য মহিলা সভানেত্রী তথা অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেই কর্মসূচিতেই মিলল ব্যাপক সাফল্য। ভোটের মুখে তৃণমূলের মহিলা সদস্যের সংখ্যা বেড়ে হল প্রায় ৫ লক্ষ। অর্থাৎ ৪৫ দিনের 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচিতে তৃণমূলের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হলেন লক্ষাধিক মহিলা সদস্য। নয়া এই সদস্যরাই লোকসভা নির্বাচনের আগে ঘরে ঘরে গিয়ে তৃণমূলের নানা ধরনের জলকল্যাণমূলক কর্মসূচি ও মোদির 'ভাঁওতা' বিরুদ্ধে প্রচার করবেন।

এই প্রসঙ্গে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে শনিবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, 'রাজ্যে ৮০ হাজার বুথ

রয়েছে। প্রত্যেক বুথে গড়ে ৫ জন করে মহিলা সদস্য ছিলই। সেই হিসেব মতো প্রায় ৪ লক্ষের বেশি মহিলা তৃণমূলের সঙ্গে আগে থেকেই যুক্ত ছিল। নতুন করে আরও ১ লক্ষ মহিলা যুক্ত হলেন। সবমিলিয়ে দলের মহিলা সদস্য সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়াল। তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে এই মহিলারাই বাড়ি-বাড়ি যাবে প্রচার করতে। মোদির 'ভাঁওতা', 'জুমলা'র বিরুদ্ধে এই মহিলারাই মানুষকে সচেতন করবেন।

প্রসঙ্গত, চন্দ্রিমা নিজে কোচবিহার থেকে শুরু করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জঙ্গলমহল এবং রাঙামাটির বিভিন্ন জেলায় 'পাড়া বৈঠক' কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। আগে থেকেই তৃণমূলের কয়েক লক্ষ মহিলা সদস্য ছিল। এই পাড়া বৈঠকে বুথ পিছু একজন, কোথাও কোথাও ২ থেকে ৩ জন নতুন মহিলা তৃণমূলের সংগঠনে যুক্ত হয়েছে বলে দাবি করেন চন্দ্রিমা। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রিমার সংযোজন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারী ক্ষমতায়নে সমসবময় জোর দেন। সেই কারণে কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নানা প্রকল্প চালু করেছেন। চলতি বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিমাণও বাড়িয়েছেন। তার সুফল পেয়েছেন মহিলারা। সেই কারণেই তৃণমূলের উপর আস্থা বেড়েছে বঙ্গ নারীদের।

এনআইএ-র ওপর হামলা করা উচিত হয়নি, মন্তব্য শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরে এনআইএ-এর ওপর হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ভূপতিনগরে তদন্তের সময় এনআইএ অফিসারদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, আমরা এই বিষয়ে নির্বাচন

কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। কীভাবে ইডি, সিবিআই, আইটি-কে বিজেপি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, এমনকী আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পরও? নির্বাচন কমিশনের উচিত ঘটনার সত্যতাভিত্তিক রিপোর্ট চাওয়া। হ্যাঁ, হামলার ঘটনা ঘটা উচিত হয়নি।

বিজেপির সমালোচনা করে শশী পাঁজা বলেছেন, মুদ্রাস্ফীতি বা বেকারত্বের বিষয়ে বিজেপি কিছু বলে না। যে ব্যক্তির চাকরি নেই, সে কীভাবে 'অমৃত কাল' ভাববে? বিজেপি শুধু ভবিষ্যতের কথা বলে।

সম্পাদকীয়

নির্বাচন শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রথম থেকেই কমিশনকে কড়া হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে

ভারতে গণতন্ত্রের দায়িত্ব সকলের। ভারত বহুত্ববাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, উন্নয়নশীল ও সমাজকল্যাণমুখী দেশ। অনেক সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা ও সঙ্কট রয়েছে, অনেক মূল্যবান ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। তবু ভারত তার অমূল্য গণতন্ত্র বজায় রেখেছে ৭৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে। বিশ্ব রাজনীতিতে এ এক দুর্দান্ত সাফল্য। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এই গণতন্ত্রের সহনশীল সাফল্যের ঐতিহ্য রাখতেই হবে। তাকে আরও উজ্জ্বল করতে হবে। কিন্তু শুকনো প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি নিরর্থক। এ বার ভোট দেবেন ৯৭ কোটির বেশি লোক। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ভোট শান্তিপূর্ণ করার চেষ্টা করা হবে, কড়া হাতে হিংসা, কালো টাকা, ভুয়ো তথ্যের মোকাবিলা করা হবে। তালিকায় অনেক কর্তব্যের মধ্যে নির্বাচনে চারটি 'এম' আটকানোর উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তবে অন্তত দু'টি বিষয়ে 'জোর'-এর তেমন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। 'মাসল' বা পেশিশক্তি (ভোটে জোরজবরদস্তি), এবং 'মানি' বা অর্থশক্তি (টাকা ছড়িয়ে ভোট 'কেনা'র চেষ্টা)। ইতিমধ্যে রাজ্যে শাসক দলের নির্বাচনী প্রচারে উঠে এসেছে 'জবরদস্তি' বিষয়ে নানা পদ্ধতির উল্লেখ। টাকাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, দু'ভাবে ছড়ানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ বিচারালয় নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, এই বন্ডের সমগ্র টাকা আটকে রাখার দরকার ছিল। তা হয়নি। এই রাজ্যে দুর্নীতির টাকার পাহাড় সবাই দেখেছি সংবাদমাধ্যমে। অর্থাৎ, প্রচুর 'অর্থশক্তি' ব্যয় করা হচ্ছে ভোট কিনতে। এ সব কাগজে-কলমে হয়তো অবৈধ নয়। কিন্তু সামাজিক সাম্য, নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের দণ্ডে বড্ড দৃষ্টিকটু। ভুয়ো তথ্যও রোখা যায়নি; রাজনৈতিক প্রচারে যে যার মতো করে তথ্য আগেও দিয়েছে, এ বারও দেবে। বিরোধীকে লক্ষ্য করে কদর্য উক্তিও থামেনি। এ সব যদি চলতেই থাকে, তা হলে নির্বাচনী বিধির যৌক্তিকতা দুর্বল হয়ে যায়। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে প্রচুর ভুয়ো তথ্য ঘোরাফেরা করবে। তা ছাড়া 'মডেল কোড অব কন্ডাক্ট' বা আদর্শ আচরণবিধি বজায় রাখার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন 'আপনি আচরি ধর্ম' নীতি পালন করতে পারে। প্রথম থেকে কড়া হাতে পরিস্থিতির রাশ নিতে হবে। ভারতের গণতন্ত্রের সামনে আর এক অগ্নিপরীক্ষা।

জন্মদিন

আজকের দিন

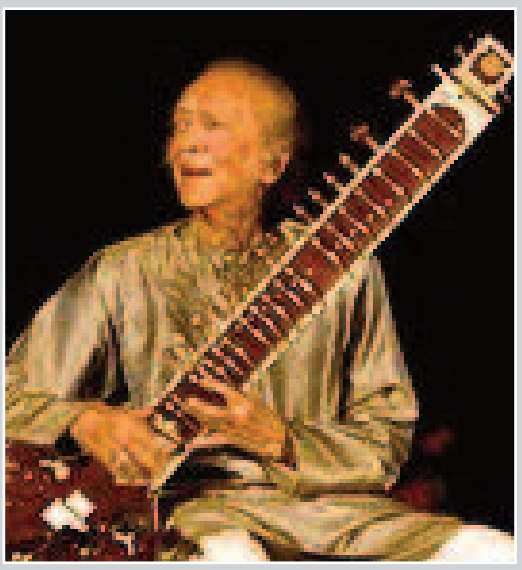

পন্ডিত রবিশঙ্কর

১৯২০ *বিশিষ্ট সেতারবাদক পন্ডিত রবিশঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জীতেন্দ্রর জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক রামগোপাল ভার্মার জন্মদিন।*

গেরুয়া ঝড়ের নেপথ্যে কি মোদি ম্যাজিক

অশোক সেনগুপ্ত

প্রথম লোকসভা নির্বাচনে জনসংঘ পেয়েছিল তিনটি আসন। ওই দল থেকেই যাত্রা শুরু ভারতীয় জনতা পার্টির। সরকারে অংশ নেওয়ার পালা শুরু হয় জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৭-এর ভোটে। সেই প্রথম জনতা দলের মোর্চা ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে পর্যদুস্ত করে। এর পর জনতা দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এর একটি হল ভারতীয় জনতা পার্টি।

১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি দুটি আসন পায়। কিন্তু ১৯৮৬-র ভোটে পরিণত হয় সর্ববৃহৎ দলে। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯-এ বিজেপি মোর্চা সরকার তৈরি করে। ২০০৪-এ হেরে যায় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-র কাছে। এর পর বিজেপি বিপুল ভোটে জিতে ফিরে আসে ২০০৪-এ।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষত গোবলয় বলে যে অঞ্চলটা পরিচিত, সেখানে বিজেপি-র বিপুল প্রসারে অনেকে মনে করেন মূল কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদির। বিজেপি-র ক্রমবর্ধমান বিস্তারের নেপথ্যে তাঁর ভূমিকাকে কোনও ভাবে খাটো করে দেখতে নারাজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন (১৯৯৯-২০০২) রাজ্য সভাপতি অসীম ঘোষ। সেই সঙ্গে এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'ভিত্তিটা কিন্তু তৈরি করে গিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় শূন্য থেকে এত বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা, আকাশছোঁয়া দুর্নীতি, প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করা, শিল্প-সম্ভাবনাকে তলানিতে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি।'

১৯৯৬-তে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি গোটা দেশে পেয়েছিল ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ভোট।তারা সরকার গঠন করলেও ১৩ দিনে তা ভেঙে যায়। প্রাপ্ত ওই ভোটের চেয়ে তিন গুন বেশি ভোট মেলে ২০১৪-এ। সেই নির্বাচনে বিজেপি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে লড়াই করেছিল। '০৯-এর নির্বাচনে বিজেপি যা ভোট পেয়েছিল, '১৪-তে পায় তার চেয়ে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ বেশি ভোট। '১৪-তে বিজেপি পেয়েছিল মোট ১৭ কোটি ২০ লক্ষ ভোট। ১৯-এর নির্বাচনে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট বেড়ে দাঁড়ায় ২২ কোটি ৯০ লক্ষ ভোট।

আসন ও ভোটপ্রাপ্তির নিরিখে মোদির প্রভাব। ২০১৯-এ সিএসডিএস-লোকনীতির ভোট-পরবর্তী সমীক্ষায় ২০০৯ ও ২০১৪-র ফলের তুলনা করা হয়। সমীক্ষার বিশ্লেষণে দেখা যায়, '০৯-এর তুলনায় '১৪-র লোকসভা ভোটে দেশের ১২৭টি কেন্দ্রে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট ২০ শতাংশ বেড়েছে। এই ১২৭টি কেন্দ্রে বিজেপি '০৯-এ পেয়েছিল মাত্র ৫টি আসন।

১৪-র ভোটে বেড়ে হয় ১০৪টি আসন। এটিকে চিহ্নিত করা হয় মোদি ঝড়ের সর্বোচ্চ প্রভাব হিসাবে।

নিশ্চয়ই সব নতুন ভোট মোদির জন্য মেলেনি।

ইউপিএ২-এর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানবিরোধী ভোট কাজ করেছে। স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন জোট সহায়ক হয়েছে এনডিএ-র কিন্তু গোটা দেশে মোদিই ছিলেন বিজেপি-র সবচেয়ে বড় 'পুল অ্যান্ড পুশ ফ্যাক্টর'। অধ্যাপক অসীম ঘোষের মতে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি-জনসঙ্ঘের আমল থেকে যে রাজনৈতিক আদর্শ বাজপেয়ীজী লালন করেছেন, সেটাকে আরও শক্ত হাতে বিকশিত করেছেন মোদিজী। বাজপেয়ীজীর একটা সীমাবদ্ধতা ছিল তাঁর মোর্চা সরকারের শরিকদের সামাল দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে সমঝোতার বা নরম পথ ধরতে হয়েছে। যেদিক থেকে সুবিধা পেয়েছেন মোদিজী। সম্পদ সংগ্রহের সঙ্গে তার মোবিলাইজেশনে দক্ষতা দেখিয়েছেন। কেবল অভ্যন্তরীন কর্মকাণ্ডেই নয়, বিদেশনীতি থেকে প্রতিরক্ষা; সব দিকেই সাফল্যের নিদর্শন রেখেছেন মোদিজীর নেতৃত্বাধীন ভারত।

'দি ডেলি গার্ডিয়ান'-এ আরকে পচনন্দা লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশ্বকে অনুকরণ করার জন্য সংস্কার ও শাসন ব্যবস্থায় একটি নতুন মাপকাঠি স্থাপন করেছেন এবং ভারতকে বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিগুলির মধ্যে অন্যতম স্থিতিশীল এবং নিরাপদ হতে চালিত করেছেন তিনি আজ বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে একটি দুর্দান্ত মর্যাদা পেয়েছেন এবং একজন সত্যিকারের আদর্শ। দেশের অভ্যন্তরে, প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রতিটি অনুমেয় ক্ষেত্রে অকল্পনীয় উচ্ছ্বাসমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রতিটি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তিনি 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' নিশ্চিত করেছেন। অর্থনৈতিক সংস্কার, স্বাস্থ্যসেবা, দরিদ্রদের সেবা করা, নারী শক্তি, ব্যবসা করার সহজতা, প্রযুক্তি-চালিত ভারত, পরিবেশ এবং স্থায়িত্ব এবং সমস্ত ক্ষেত্রে সামগ্রিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছে। তাঁর ভক্তি, দৃঢ়তা এবং সংকল্প ভারতের একতা, উন্নয়ন এবং একটি মহান নতুন ভারতের গৌরবকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনরুজ্জীবিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী 'বিকাশবাদ'-কে মূল স্রোতে নিয়ে এসেছেন। তাঁর লক্ষ্য এবং প্রচেষ্টা ভারতকে ৫০০ গিগাওয়াট সবুজ পরিচ্ছন্ন শক্তি অর্জন করতে সক্ষম করবে যা একটি বড় বর হবে এবং ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য তার উপহার হবে (৭/১২/২০২৩)।

এবারের নির্বাচনে গোটা দেশের মত পশ্চিমবঙ্গেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ ভিনরাজ্যের একগুচ্ছ নেতার প্রচারে চমক থাকতে পারে। থাকতে পারেন সেলিব্রিটিরাও। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে মূল ঝড় তুলবেন নরেন্দ্র মোদি। একের পর এক মোট ২০০ সভা করতে চলেছেন তিনি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে লোকসভা নির্বাচনের আগে এভাবেই প্রচার করবেন তিনি। পদযাত্রার উপরও জোর দেবেন তিনি।

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি সীমিত ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়লেন

শুভজিৎ বসাক

রাজ্য রাজনীতিতে এখন বহু চর্চিত বিষয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলির সদ্য প্রাক্তন হয়ে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে পদার্পণ করা ও তাঁর ভাবনা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থা সমান্তরাল নয়, বরং অনেকটা সাজুজ্যপূর্ণ। রাজনীতির ভাবাদর্শ নিয়ে কথা আলোচনা আজকের বিষয়বস্তু নয়, বরং সাধারণ এক বিচারপতির ভাবাদর্শকে রাজনীতি কতটা প্রভাবিত করল সেটাই মূল বিষয়।

শ্রদ্ধেয় অভিজিৎ গাঙ্গুলি মহাশয়কে আমরা সাধারণ মানুষ চিনেছি তাঁর একনিষ্ঠ বিচারধারা মনোভাবের মারফৎ। তাঁর এজলাসে নানা অভিযোগের সত্যতা সামনে আসতেই সরকার দুর্নীতিপরায়ণ প্রতিনিধিদের সমস্ত পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়। কারণ সরকার প্রত্যক্ষ করতে পারে যে তার অনুদেয় পরিষেবা অনৈতিক পন্থা অবলম্বনে কিছুজন জনপ্রতিনিধির মধ্যে কুক্ষিগত হচ্ছে, জনরোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার সাথে সামাজিক প্রতিচ্ছবিটি স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় অভিজিৎ গাঙ্গুলি ন্যায় প্রদানের কাজটি ভালোভাবেই করার চেষ্টা করেছেন, তিনি বঞ্চিতদের কাছে হয়ে উঠলেন ঈশ্বর।

তাঁর সেই সাহসিক কর্মকাণ্ডের ফলে বাস্তবেও সুপারহিরো যে হয় এমন দৃশ্য প্রত্যক্ষ হতেই সাধারণ মানুষ, চাকুরীপ্রার্থী সকলেই বুক ভরে আশা বাঁধলেন। সরকারের কাছে ভুলগুলি তুলে ধরতে একজন মাধ্যম পেলেন দুর্ভোগকারী ও বঞ্চিতরা। কিন্তু কথায় বলে সিস্টেম বা চলমান পর্যায় পরিবর্তন করতে গেলে তার মধ্যে সরাসরি আসতে হয় হয়তো তাকেই উপলব্ধি করে অভিজিৎ গাঙ্গুলি বিচারধারার কাজ থেকে অবসর নিয়ে নেমে এলেন রাজনীতির মঞ্চে। সেও ভালো কথা। রাজনীতিতে সবাই মন্দ এতো সত্যি নয়। কিন্তু বিভিন্ন ছবি, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রাক্তন বিচারককে দেখে বড় করুণা জন্ম নিল। একজন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক তিনি কিনা দলে যোগ দিচ্ছেন এক রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতির পাশে বসে! তিনি আবার নির্দেশিত এইভাবে যে বেশি কথা বলবেন না বা প্রশ্ন নেবেন না! শ্রদ্ধেয় বিচারক কি করে কলকাতা হাইকোর্টের ঐতিহ্যশালী গরিমা ভুলে গেলেন!

একটু অতীতে তবে ফিরতে হয়। সাধারণ আইন ব্যবস্থা বা নথিভুক্ত বিচার বিধির নজিরগুলির উপর ভিত্তি করে আইনের একটি সুষম ব্যবস্থা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ভারতে এসেছিল। ১৭২৬ সালে রাজা জর্জ-এর দ্বারা প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মাদ্রাজ, বোম্বে এবং কলকাতায় (বর্তমানে যথাক্রমে চেন্নাই, মুম্বাই এবং কলকাতা) 'মেয়রস কোর্ট' প্রতিষ্ঠার জন্য সনদ দেওয়া হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর কোম্পানির বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয় এবং ১৭৭২ সালের মধ্যে কোম্পানির আদালত তিনটি প্রধান শহর থেকে বিস্তৃত হতে শুরু করে।

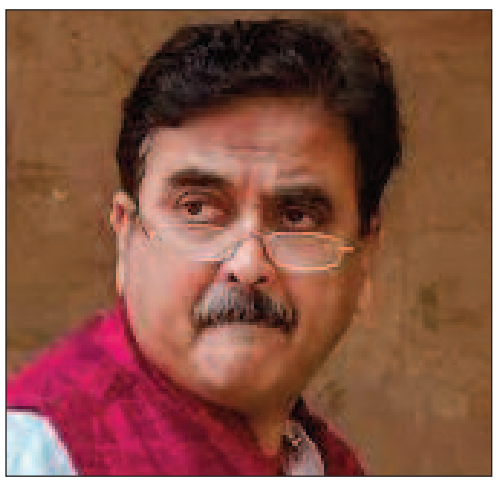

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর, ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অঞ্চলগুলির নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশ ক্রাউনের হাতে চলে যায়। সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ায় ভারতীয় আইনি ব্যবস্থায় পরবর্তী বড় পরিবর্তন দেখা যায়। বিদ্যমান মেয়র আদালতের পরিবর্তে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত ভারতীয় হাইকোর্ট আইন দ্বারা অনুমোদিত পেটেন্টের চিঠির মাধ্যমে এই আদালতগুলিকে প্রথম হাইকোর্টে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্ট ১৮৬২ সালে, ১৪ মে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার বার্নস পিকক ছিলেন হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি। ১৮৭২ সালে তিনি এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দিকে শুধু ইউরোপিয়ানদেরই হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হত। পরে ভারতীয়রাও সে পদে নিজেদের যোগ্য বলে প্রমাণ করেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান শম্ভুনাথ পণ্ডিত একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে দেওয়ানি আদালতে যোগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে উন্নীত হন মুহুরির পদে। মুহুরি থাকার সময়ে একটা বই লিখে সেইই সময়কার ব্রিটিশ আইন ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় প্রধান বিচারপতির নাম রমেশচন্দ্র মিত্র আর প্রথম পূর্ণকালীন ভারতীয় প্রধান বিচারপতি ছিলেন ফণিভূষণ চক্রবর্তী। এছাড়াও দ্বারকানাথ মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো তাবড় লোকেরাও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

অতএব কলকাতা হাইকোর্ট চিরাচরিত পরিসরে বরাবরই ভারতবর্ষের গরিমা, সেখানের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি একটি রাজনৈতিক মতাদর্শে পুষ্ট হতেই পারেন, মৌলিক অধিকার বশতঃ কোনও রাজনৈতিক দলে যোগদানও করতে পারেন কিন্তু সম্প্রতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি যেভাবে একটি ঘুপচি জায়গায় কয়েকজন স্থানীয় রাজ্য নেতাদের হাত থেকে ব্যাটন তুলে নিলেন তাতে এটা স্পষ্ট যে আইনকে সরকার চাইলে যেভাবে হোক পরিচালিত করতেই পারে।

একজন প্রধান বিচারপতির হাতে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক দুইই ক্ষমতার পরিসর ন্যস্ত থাকে। তিনি মামলার স্বার্থে প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে রায়দানও করার ক্ষমতা রাখেন। সরকারের সেই ক্ষমতা বিচারপতির বিরুদ্ধে নেওয়ার নেই, অভিযোগ জানাতে পারে বড়জোর। অর্থাৎ অসীম শক্তির অধিকারী একজন বিচারপতি। তাঁর পরনের কালো কোর্টটি অসীম কুচকুচে কালো পরিসর থেকে সত্যকে স্থাপনা করার প্রতিভূ। অপরদিকে সরকার তো চালনা করে কিছু রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যবৃন্দ। অর্থাৎ তাঁদের কারোরই ক্ষমতা প্রধান বিচারপতির থেকে বেশি নয়। এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রীরও নয়। প্রধান বিচারপতি যোগ্যতার নিরিখে কঠোর পরিসর থেকে উঠে এসে নিজেকে স্থাপিত করেন আর রাষ্ট্রনেতারা অনেকাংশেই প্রধান বিচারপতির সমতুল শিক্ষার অধিকারী হন না, তাঁরা জনপ্রিয়তার নিরিখে নির্বাচিত হন। যেখানে আজও জনগণ একে অন্যের প্রতি নিজের খুঁতকে আদেখা করে নানা কারণে ঈর্ষান্বিত, বিভাজনে ব্যস্ত, একচ্ছত্রতা পেতে হিংস্রতা অবলম্বনেও দ্বিতীয়বার ভাবিত হয় না সেই জনগণের নির্বাচন অবশ্যই প্রধান বিচারপতি মনোনয়নের সমগোত্রীয় হতে পারে না। প্রধান বিচারপতি জবাবদিহি করবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে, অর্থাৎ যথেচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অভিজিৎ গাঙ্গুলি যেভাবে রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখলেন সেটা তাঁর সম্মানের সাথে সমার্থক নয়, বরং অনেক বেশি সীমিত ধার ও ভারের অধিকারী হলেন। বিচারককে পরিচালনা করবে কিছু রাজনীতিক সেটা শোভনীয় দৃশ্যের পরিপন্থী নয়, মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন আর একজন প্রাক্তন বিচারক তাঁকে স্পর্শ করবার তাগিদে শিশুসুলভ আচরণে এগিয়ে আসছেন, প্রধানমন্ত্রী উঠে অবধি দাঁড়ালেন না! এই দৃশ্য দেখবার জন্য ভারতবর্ষ অপেক্ষা করেনি। বিচারক হলেও বাঙালি বলে কি তাঁকে যা ব্যবহার প্রদর্শিত করা হবে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন এমন রীতির চল আবারও দেখা গেল যেহেতু তিনি অন্যতম রাষ্ট্রপ্রধান! এইসব দৃশ্য যে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করালো তা হল প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আপাতত হাতে পায়ে বেড়ি পড়ে বসে আছেন। কোনও রাজনৈতিক দল একদম শুদ্ধ আর বাকি রাজনৈতিক দলগুলি শতভাগ দুর্নীতিগ্রস্ত একথা স্বয়ং ঈশ্বরও বিশ্বাস করবেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অভিজিৎ গাঙ্গুলি আশা করি মনে রাখবেন যে সমুদ্রমন্থনের পরে অমৃত গলাধঃকরণের পূর্বেই বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে রাহুর ধড় থেকে মুন্ড ছিন্ন করে দেন। অমৃত পানের জন্য মুন্ডটি অমরত্ব লাভ করে এবং এভাবেই রাহু গ্রহটির উৎপত্তি হয়; বাকী মুন্ডহীন দেহটির নাম হয় কেতু। অতএব দেবগোত্রীয় হলেও রাহু অসুর বিশেষ ছাড়া কিছুই নয়, তাঁকে তুষ্ট করা হয়, আরাধনা মোটেই নয়। অতএব রাজনীতিতে তুষ্ট করতে গিয়ে আরাধনার মর্যাদা যে পাওয়া অসম্ভব সেটি স্পষ্ট। আপনি যদি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে কঠোরতা অবলম্বন করতেন দিশা পেত বিচারব্যবস্থা, পরিবর্তে আপনি যে অপদস্থ হচ্ছেন সেটা বুঝে ঐতিহ্যমণ্ডিত পদকে অলঙ্কৃত করুন তাতেই বিচারব্যবস্থা কোথাও তার অভিভাবকত্বের ছায়া খুঁজে পেত। ছিলেন ঈশ্বর হয়ে, ঈশ্বর তো সবাইকে সবকিছু বিলিয়ে দেন অথচ আপনাকে রাতারাতি বাকি রাজনৈতিক বুভুক্ষুদের মত ভোটভিক্ষা করতে দেখে কোথাও মর্মাহত হতে হচ্ছে। ভোটের ফলাফল যাইই হোক না কেন এতদিন চোখ তুলে যারা কথা বলার সাহস পায়নি এবারে রাজনীতিক অভিজিৎ গাঙ্গুলিকে একসাথে নিয়ন্ত্রণ করবে যেমনটা সাধারণত রাজনীতির ধর্ম সেখানে তাঁর স্বাধীনতা কোথাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়তে বাধ্য আর সেটাই সাধারণ মানুষকে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে হতাশ করল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সন্দেশখালিতে বিজেপির ভাঙন

দমকলমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের গ্রামের মহিলারা শনিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থা ও ভরসা রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। এদিন দুপুরে সন্দেশখালির রাজবাড়ি বাজারে সুরেন্দ্র এফপি স্কুল মাঠে সন্দেশখালি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভাতেই পাত্রপাড়া, বেনমজুর, রাজবাড়ি, বোয়ালমারী প্রভৃতি গ্রামের কয়েকশো মহিলা এদিন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদের হাত থেকে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে নেন। বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের সঙ্গীদের একটা বড় অংশ এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করায় সন্দেশখালি আবারও প্রমাণ করল তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেই ভরসা রাখছেন। এদিনের এই যোগদান লোকসভা নির্বাচনে প্রাক্কালে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৃণমূলের পক্ষে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন প্রখর দাবদাহের মধ্যেও জনসভায় বিপুল সংখ্যায় মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে সন্দেশখালিতে তৃণমূল অপ্রতিরোধ্য। এদিন প্রতিবাদী ভক্ত দাস বলেন, সন্দেশখালি, নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুর নয়। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল গুটি কয়েক নেতার বিরুদ্ধে। রেখা পাত্র কোনও আন্দোলন করেনি, ঘোমটা পরে ঘরের মধ্যে বসেছিল এমনটাই দাবি আন্দোলনকারীদের। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামকে সামনে রেখে এই জনসভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। এদিন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, সন্দেশখালিতে আমাদের কিছু ভুল হয়েছিল। দলনেত্রীর নির্দেশে বারবার আমি এখানে এসেছি মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে আমি দিদিকে বলেছিলাম কিছু নেতাকে সরিয়ে দিলে সবাই আবার ফিরে আসবে। দিদির নির্দেশ মতো আমি কাজ করেছি। সন্দেশখালিতে প্রচুর ভোটে জিতব আমরা। এমনকী বসিরহাট লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। আপনারা জেনে রাখুন কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছিল সেগুলো সমাধান হয়ে গেছে। কিছু নেতাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দল থেকে। নাম না করে শেখ শাহজাহান, শিবপ্রসাদ হাজিরা, উত্তম সর্দারদের কথা বললেন মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য সরকার, পুলিশ-প্রশাসন সন্দেশখালিতে লাগাতার উন্নয়ন করেছে। জমি ফেরত দিয়েছে, মানুষের সমস্যার সমাধান করেছে, ফলে সন্দেশখালির মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছে বলে জানান সুজিত বসু।

কয়েক লক্ষ মতুয়া ধর্মালম্বী পুণ্যার্থী বারুনী মেলার কামনা সাগরে করলেন পুণ্য স্নান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর : কয়েক লক্ষ মতুয়া ধর্মালম্বী পুণ্যার্থী বারুনী মেলার কামনা সাগরে করলেন পুণ্য স্নান। সিএএ লাগু হওয়ার পর একদিকে বারুনী মেলা অন্যদিকে লোকসভা ভোট, তাই ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে ৭০ তম বারুনী মেলার গুরুত্ব এবছর অনেকটাই বেশি এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। ইংরেজি ৬ এপ্রিল বাংলা ২৩ চৈত্র বারুনী মেলার শুভ সূচনা। পুণ্য লগ্নের যোগ রয়েছে ২৩ তারিখ সকাল ৭ বেজে ২৩ মিনিট থেকে। সারাদিন পেরিয়ে রাত পেরিয়ে ভোর ৪ টে ৫৯ মিনিটে যোগ শেষ হবে। মতুয়া ভোট ব্যাংক বড় ফ্যাক্টর সেখানে দাঁড়িয়ে মতুয়ারা কোনদিকে পাল্লা ভারী করে সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। যদিও মতুয়া গড় হিসেবেই পরিচিত বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্র এখনো পর্যন্ত বিজেপির দখলেই রয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন সিএএ নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এই আবহাওয়াতে মতুয়াদের ধর্মীয় মহামেলা। মতুয়া ধর্মের গুরু হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১৩ তম জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে গাইঘাটা ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে শুরু হল মতুয়াদের ধর্মীয় মহামেলা। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ আসছেন ঠাকুরনগরে। ডঙ্কা, কাসর, নিশান নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন এর মধ্যে দিয়ে চলছে আরাধনা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঠাকুরবাড়ির অনুষ্ঠানে আসছেন গোসাই দলপতিরাও। ঠাকুর বাড়ির কামনা সাগরে ডুব দেন কয়েক লক্ষ ভক্ত। পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংঘাধিপতি বনগাঁ লোকসভার বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর কামনা সাগরে স্নান করলেন। ভক্তদের বিশ্বাস এই জলে স্নান করলেই মেলে রোগ মুক্তি থেকে নানা সমস্যার সমাধান। উৎসবকে ঘিরে সেজে ওঠে গোটা এলাকা। ঠাকুরবাড়ির মন্দির পার্শ্বস্থ মাঠেই সাত দিন ধরে চলবে মেলা। হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর সহ বীণাপানি দেবী অর্থাৎ বড়মার মন্দিরে চলে ভক্তদের বিশেষ প্রার্থনা। মতুয়া ধর্মের মহামেলাকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ থাকে চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস শনিবার ঠাকুরনগরের বাংলার অধিকার যাত্রার সময় ঠাকুরবাড়ির কামনা সাগরের পুকুর পুণ্য স্নান সারলেন। শতশত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকও উৎসাহের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি ডুব দিয়েছিল। তিনি সাধারণ মানুষজনের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছিলেন। এর পরে বিশ্বজিৎ দাস তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বালা ঠাকুরের সঙ্গে মতুয়াদের একটি ধর্মীয় সভায় যোগ দেন। যেখানে তিনি ডঙ্কা বাজান এবং মমতা বালা ঠাকুর সহ অন্যরা গানের সুর ধরেন। সেখানে বিপুল সংখ্যক ভক্তদের মধ্যে প্রসাদও বিতরণ করা হয়। বিশ্বজিৎ দাস বলেন, আমাদের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে বলেছেন যে তিনি পশ্চিমবঙ্গে কঠোর সিএএ আইন প্রণয়ন করতে দেবেন না এবং কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পেও যেতে হবে না। মতুয়ারা বুঝতে পেরেছে যে বিজেপি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে তারা তাদের উত্তর দেবে। মতুয়ারা অবশ্যই আমাকে ভোট দেবেন এবং সংসদে পাঠাবেন।

জনসংযোগে বেরিয়ে ধামসা মাদলের তালে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নাচলেন রচনা বন্দোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভোট প্রচারে এসে আদিবাসী নৃত্যতে মেতে উঠলেন হুগলির তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দোপাধ্যায়। শনিবার হুগলি ধনিয়াখালি বিধানসভার গুরাপের ভোট প্রচারের আসেন রচনা। সেখানে প্রথমে শীতলা মন্দিরে পুজো দেন তার পর জনসংযোগে বেরিয়ে ধামসা মাদলের তালে হাতে হাত ধরে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নাচ করতে দেখা যায় রচনাকে। দিদি নাম্বার ওয়ানকে দেখার জন্য এই দিন মানুষের ভিড় ছিল উপচে পড়ার মতো। বীরপুরে জনসংযোগ করতে এসে নতুন এক অভিজ্ঞতা গড়ার জন্য একেবারে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে তাদের মতো করে একসঙ্গে নাচ করেন। তারকা প্রার্থী তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দোপাধ্যায়কে দেখার জন্য রোদের মধ্যেও কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন। অভিনেত্রী প্রার্থীকে সামনে থেকে দেখতে পেয়ে সেলফি তোলার ভিড় লেগে যায়। সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেলফি তোলেন রচনা বন্দোপাধ্যায়। এই বিষয়ে রচনা বন্দোপাধ্যায় বলেন, ভোট প্রচারে এসে প্রতিদিন মানুষের থেকেই নতুন নতুন ভাবে তিনি শিখছেন। প্রতিদিনই মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা পাচ্ছেন সেই কারণে তিনি খুবই খুশি। নিজের জয়ের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। মানুষের ভালোবাসা রয়েছে তার উপরে। তিনি সেই ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। ভোটে জিতে তিনি মানুষের পাশেই থাকবেন এই কথাই জানান হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী রচনা বন্দোপাধ্যায়।

আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে এটিএম পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মাথার উপর নতুন পালক যুক্ত হল। এই মেডিক্যাল কলেজে আসা রোগীর আত্মীয় থেকে শুরু করে কলেজের ছাত্র ছাত্রী ও চিকিৎসকদের সুবিধার্থে চালু হল এটিএম পরিষেবা। এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক দিন কয়েক হাজার মানুষ আসেন। কিন্তু এই হাসপাতাল চত্বরে এতদিন কোনও এটিএমের ব্যবস্থা ছিল না। যা নিয়ে প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তেন রোগীর পরিজন বা চিকিৎসার জন্য আসা রোগীরা। প্রসঙ্গত, এর আগে দেখা গেছে, রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন।

টাকা আনতে ভুলে যাওয়ায় হতাশায় ভুগেছেন তারা। শুরু হয় কপালে চিন্তার ভাঁজ। তাদের এটিএম খুঁজতে যেতে হতো হাসপাতালের বাইরে। খোঁজাখুঁজি করতে হিমশিম খেতে হতো। ওষুধ ও রোগীর খাবার কিনতেও সমস্যায় পড়তে হত। পথচলতি মানুষকে জিজ্ঞেস করে এটিএমের সন্ধান পাওয়া যেত। এবার সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চত্বরে। প্রশাসনের উদ্যোগে হাসপাতাল চত্বরে এটিএম পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। পাশাপাশি খুশি রোগীর আত্মীয় থেকে অ্যাম্বুল্যান্স চালক,মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছাত্রী থেকে আরম্ভ করে অধ্যাপক ও চিকিৎসকেরা।

এই বিষয়ে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জানান, হাসপাতালের বাইরে গিয়ে ঘুরে ঘুরে টাকা তুলে আনতে হত। দরকারের সময় কোনওভাবেই কোথাও এটিএম ফাঁকা থাকত না। এখন সেই সমস্যা সমাধান হল। অপরদিকে এই বিষয়ে অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা জানাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে এসেছে। তাদের অনেকটা সুবিধা হল। পাশাপাশি রোগীদেরও সুবিধা হল। অন্যদিকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসা এক রোগীর আত্মীয় পিন্টু ঘোষ বলেন, মেডিক্যাল কলেজে এটিএম পরিষেবা চালু হওয়ায় রোগীর চিকিৎসার জন্য রাত্রিতেও ওষুধ কিনতে অসুবিধা থাকল না। এটিএম থেকে টাকা তুলে ওষুধ কিনলাম। পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও এই পরিষেবা চালু রাখতে তৎপর বলে জানা গেছে। সবমিলিয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এটিএম পরিষেবা চালু হওয়ায় রোগীর আত্মীয়রা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ঝাড়গ্রামে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলে বড় ভাঙন ধরিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করল ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি। শনিবার গোপীবল্লভপুরের নির্বাচনী কার্যালয়ে তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান সহ প্রায় ৫০০ টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন লোকসভার বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু, সভাপতি কমিটির সদস্য সুখময় সৎপতি, জেলা সাধারণ সম্পাদক মণিচাঁদ পানি, প্রশান্ত মজুমদার।

বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর সমর্থনে নয়াগ্রাম বিধানসভার গোগোপীবল্লভপুরে একাধিক কর্মসূচি নেয় বিজেপি। সেখানকার রুক্মিণী মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন বিজেপি প্রার্থী। কার্যালয় উদ্বোধনের পরেই নয়াগ্রাম ব্লকের বড়খাকড়ি অঞ্চলের তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান ভবেশ মাহাতো সহ ৫০০ টি পরিবার বিজেপিতে যোগ দেন।

সেনা জওয়ানের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, উদয়নারায়ণপুর: এক সেনা জওয়ানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্য তৈরি হয়েছে হাওড়ার উদয়নারায়নপুর এলাকায়। ফেনা আধিকারিদের দাবি, ওই জওয়ান আত্মহত্যা করেছেন। আবার পরিবারের দাবি যে সেনা জওয়ানের সঙ্গে দু'ঘণ্টা আগেও পরিবারের কথা কথা হয়েছে সেই জওয়ান আত্মহত্যা করে কি করে? উদয়নারায়ণপুর এলাকার পেড়োর বাসিন্দা বরুন দাসের এই মৃত্যু ঘিরে বাড়ছে রহস্য। তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবার। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে পরিবারের সঙ্গে কথা বলার এক ঘণ্টা পর বাড়িতে আসে মৃত্যুসংবাদ। শ্রীনগরের সেনা ছাউনি থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হয় দেহ। ওই সেনা আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি সেনা বাহিনীর আধিকারিকের, এমনটাই জানিয়েছে পরিবারের লোকজন। তবে আত্মহত্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। ১৯ বছর ধরে সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন বরুণ দাস। গত শনিবারই পদোন্নতি হয় বরুন বাবুর । তাহলে আত্মহত্যা কেন? উত্তর খুঁজছে পুলিশ। এদিকে বরুণ দাসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া পরিবার ও গ্রামে।

বলাগড়ে গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে বহু চাষের জমি ঘরবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বলাগড়ে আজও ভাঙছে নদী পাড়। ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার তীরবর্তী এলাকা। যার জেরে চিন্তায় বলাগড়বাসী। আর এই ভাঙনকে ঘিরে তরজায় প্রার্থীরা। কয়েকদিন আগে গুপ্তিপাড়ার ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীর পাড় ভেঙে তলিয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অভিযোগ, গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে বহু চাষের জমি ঘরবাড়ি। আসলে বলাগড়ের ভাঙন সমস্যা দীর্ঘদিনের। সেই সমস্যা কবে মিটবে, বা আদৌ মিটবে কি না জানা নেই বলাগড়বাসীর। তবে নির্বাচন এলেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বলাগড়ের নদী ভাঙন। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তাই এবারও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। ভোট এলেই দেখা মেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের, মেলে প্রতিশ্রুতিও। কিন্তু আদতে বাসিন্দাদের সমস্যার কোনও সমাধান হয় না বলেই অভিযোগ। গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের ফেরিঘাট সংলগ্ন গঙ্গা পাড়ে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ভাঙন। ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান হয়। সেই মতো ৭০ লাখ টাকা ব্যয় করে রাজ্য সরকার গঙ্গা ভাঙন রোধে কাজ করছে। বোল্ডার ফেলে, বালির বস্তা দিয়ে ডাম্পিং করা হয়। স্থানীয়দের আশঙ্কা, যেভাবে গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে, তাতে একদিন পুরো এলাকাটাই গঙ্গাবক্ষে তলিয়ে যেতে পারে। বড় প্রকল্প না হলে গঙ্গা ভান রোধ করা যাবে না। ঠিক কী পরিস্থিতি? এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'বর্ষা এলেই শুরু হয় গঙ্গার ভাঙন। বিঘার পর বিঘা জমি গঙ্গাবক্ষে তলিয়ে যায়। একসময় যে জায়গায় চাষ হত, এখন সেই জমি গঙ্গাবক্ষে তলিয়ে গিয়েছে। গুপ্তিপাড়া, চরকৃষ্ণবাটি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এই গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে। বাম আমল থেকেই মিলে আসছে প্রতিশ্রুতি, বর্তমান সরকারের আমলেও সেই একই প্রতিশ্রুতির বন্যা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। বিদায়ী বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেও কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। ফেরিঘাট পার করে যাতায়াত করতেও সমস্যা হয় আমাদের। আবার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ভোট। তাই যেই জিতুক, তাদের কাছে দাবি থাকবে গঙ্গা ভাঙন রোধ করার।' গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ নাগ বলেন, 'গুপ্তিপাড়া ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় কয়েক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই গঙ্গার ভাঙন চলছে। তারমধ্যে ফেরি ঘাটের ডানদিকে প্রায় দেড়শো মিটার ও বাঁদিকে প্রায় ২০০ মিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। তবে যেভাবে ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে রোধ করা সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ উদ্যোগে ভাঙন রোধে কাজ করা প্রয়োজন। হুগলি লোকসভায় যাঁরা প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের কাছে করজোরে আবেদন, বলাগড়বাসীর পাশে দাঁড়ান।' কী বলছেন প্রার্থীরা? এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বলাগড়ের ভাঙন একটা বড় ইস্যু। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য যদি না থাকে, দিদি একা কত লড়াই করবেন? পশ্চিমবঙ্গকে উন্নতমানের করার জন্য দিদি লড়াই করেই চলেছেন। যদিও দিদি টাকা দিয়েছেন, তার কাজ চলছে। তারপরেও টাকার দরকার। এলাকার পাঁচ বছরের সাংসদ, তাঁকে দেখা যেত না, এখন তাঁকে দেখা যাচ্ছে। আমি সাংসদ হলে সংসদে গঙ্গা ভাঙন রোধে প্রথম আওয়াজ তুলব।' রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তিনি (রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়) কিছু জানেন না। যা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাই বলছেন। গঙ্গা ভাঙন রোধে প্রচুর টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা রাজ্য সরকার খরচ করেনি। কেন খরচা করেনি? কত টাকা এসেছিল সেটা তৃণমূল প্রার্থীকে জিজ্ঞেস করুন? আমি ১৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার কাজ করেছি, তার হিসেব দিয়েছি। গত ১৩ বছরে কী কাজ হয়েছে, সেটার হিসাব তৃণমূল প্রার্থী দিক।' অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষ বলেন, 'মাস্টার প্ল্যান করার কথা ছিল। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা ও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা থাকা দরকার। দু'টো সরকারের সমস্যা সমাধানের যে ইতিবাচক ভূমিকা থাকা দরকার, সেটা তাদের নেই। তৃণমূল শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়। আগে তৃণমূলের যে সংসদ ছিলেন, তিনিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিছুই হয়নি। তৃণমূল বিজেপি, তারা শুধু পারস্পরিক তরজা করেছে।'

পাঞ্জাব নেশনল বেংক punjab national bank

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল-: cs8283@pnb.co.in

CS/MSD/Sale Notice/832 & 833/2023-24/ তারিখ: ১৬.০৩.২০২৪

গোলাম রসুল মন্ডল, পিতা- খোদাবক্স মন্ডল গ্রাম-নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পোস্ট-নগর, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৫৯	**নাসিমা কবির,** স্বামী- গোলাম রসুল মন্ডল গ্রাম-নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পোস্ট-নগর, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৫৯

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩ (৪) এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

প্রিয় মহাশয়,

বিষয়: সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়: গোলাম রসুল মন্ডল

উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট ১৫.০২.২০২০ তারিখের নিম্নস্বাক্ষরিত/ পিএনবি, সার্কেল সস্ত্র, মুর্শিদাবাদ এর দ্বারা জারি করা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩ (২) এবং এছাড়াও নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত সম্পদের দখল নেওয়ার সময় ০৮.০৬.২০২০ তারিখের নোটিশটি অনুগ্রহ করে দেখুন।

সম্পত্তির বিবরণ: গোলাম রসুল মন্ডল পিতা- খোদাবক্স মন্ডল এবং নাসিমা কবির স্বামী- গোলাম রসুল মন্ডল এর নামে থাকা জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- প্লট নং ২৬৩০, খতিয়ান নং ৩৬০৯ ও ৩৬১০, মৌজা-আতাই, জেএল নং-১২, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পরিমাপ প্রায় ৫.১৭ ডেসিমেল।

স্বত্বাধিকারী: ১. গোলাম রসুল মন্ডল, পিতা- খোদাবক্স মন্ডল, **২. নাসিমা কবির,** স্বামী-গোলাম রসুল মন্ডল, গ্রাম-নিউ বাজারপাড়া, কীর্তিপুর, পোস্ট-নগর, থানা- খড়গ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৫৯

সীমানা: উত্তরে- রাজ কুমার সেন, দক্ষিণে- মহাসিন মমিন, পূর্বে- সামরুল শেখ, পশ্চিমে- মোহমেনা বিবি দ্বারা।

এই প্রসঙ্গে, আপনাকে এতদ্বারা বকেয়া অর্থ ৮,৬৬,৫৪১.০০ টাকা (আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশো একচল্লিশ টাকা মাত্র) ৩১.০১.২০২০ অনুযায়ী এবং ৩১.০১.২০২০ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে যেমনটি উপরোক্ত নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে হালনাগাদ সুদ এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা দখল নেওয়ার সময় পর্যন্ত খরচ উল্লিখিত সম্পদ এবং তারপরে এটি সংরক্ষণের জন্য বকেয়া সহ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উপরোক্ত সম্পদের মুক্তি পেতে। যদি আপনি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে নিম্নস্বাক্ষরকারী বকেয়া আদায়ের জন্য পূর্বোক্ত সম্পদ বিক্রি করতে এবং পূর্বোক্ত আইন এবং বিধির বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত বলে বিবেচিত অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতে পারে।

ধন্যবাদান্তে,

তোমার বিশ্বস্ত,
হিমাংশু কুমার সাহা
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
সুরক্ষিত ক্রেডিটর

তারিখ: ০৭.০৪.২০২৪

পাঞ্জাব নেশনল বেংক punjab national bank ...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল-: cs8283@pnb.co.in

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩(১) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে ইস্যুকৃত]

ক্যাপশনযুক্ত নোটিশটি এ.ডি./ স্পিড পোস্টের মাধ্যমে নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুল ৩ (এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২) এর অধীনে পড়া ১৩(১২) সেকশন এ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারের কাছে (পরবর্তিতে এখানে ঋণগ্রহীতা হিসাবে উল্লিখিত তাদের অ্যাকাউন্ট হিসাবে নীচে দেওয়া বিশদ অনুসারে সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য তাদের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্ট গুলি 'নন পারফরমিং অ্যাসেটস' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এডি./স্পিড পোস্টের সাথে নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো নোটিশটি প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফিরে এসেছে। নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার তার জারি করা ডিমান্ড নোটিশের পরিষেবা এড়িয়ে চলেছেন। এই ধরনের নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যায় এবং ঋণগ্রহীতা চাইলে, সাধারণ কাজের সময় যেকোনো কর্মদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উক্ত অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে, এই নোটিশটি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ককে** অর্থ প্রদানের জন্য ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে আবারও নোটিশ দেওয়া হল, নিম্নে নির্দেশিত অর্থ, তাদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে প্রযোজ্য আরও সুদের সাথে উল্লিখিত ডিমান্ড নোটিশে বিশদ হারের সাথে মূল্য, চার্জ ইত্যাদি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন নিরাপত্তা নথির অধীনে, নিম্নলিখিত সম্পদ রয়েছে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের দ্বারা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক আছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার পূর্বোক্ত হিসাবে ব্যাঙ্ককে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক ১৩(৪) এর অধীনে নেওয়া বা না নেওয়া হোক না কেন সারফেইসি আইন, ২০০২-এর বিধানের অধীনে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবে উল্লিখিত আইনের এবং প্রযোজ্য নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের (দের) মূল্যে এবং পরিণতির ঝুঁকিতে।

এই আইনের অধীনে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারকে ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সম্পত্তি হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ। যে কোন ব্যক্তি সেখানে প্রণীত বিধির উল্লিখিত আইন লঙ্ঘন করলে আইনের অধীনে প্রদত্ত শাস্তি এবং/অথবা শাস্তির জন্য দায়ী থাকবে। নোটিশটি আপনার ঝুঁকি এবং মূল্যে আমাদের অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই জারি করা হয়।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা(দের)/ জামিনদার (দের) নাম খ) যে শাখা থেকে সুবিধাগুলি নেওয়া হয়েছিল	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) এনপিএ এর তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) পিয়ালী বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী: শুভজিৎ বিশ্বাস **শুভজিৎ বিশ্বাস (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত শৈলেন বিশ্বাস **উভয়ের ঠিকানা:** গোকুল আবাসন, কদমতলা, চুয়াপুর, পোস্ট- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১ **এবং** ৯, মণীন্দ্রনগর, পোস্ট- কাসিমবাজার রাজ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০২ **এবং** ১/৩৮, ১ম ফ্লোর, আরহন আবাসন, বাঘাযতীন পল্লী, কলকাতা- ৭০০০৯২ **খ) বহরমপুর ইইউএনআই শাখা** মেয়াদী ঋণ অ্যাকাউন্ট নং- ০২২৯৩০০১৬৮৮৯২	'গোকুল আবাসন' নামের জি + ৫ তলা বিল্ডিংয়ের ৪র্থ ফ্লোরে আবাসিক ইউনিট ফ্ল্যাট নং ৪/বি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং যার সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৭৪০ বর্গফুট (প্রায়) এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৬ নম্বর বিশিষ্ট একটি গ্যারেজ, ভাকুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পরিমাপ১৪২ বর্গফুট, চালতিয়া মৌজায় অবস্থিত সেইসঙ্গে নীচের জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক শেয়ার সহ যার জেএল নং ৮১, আরএস প্লট নং ১৮, এলআর প্লট নং ৪৬, এলআর খতিয়ান নং ৮১৬৬, জমির ধরন- ভিটি, পরিমাপ ১৫ ডেসিমেলের মধ্যে ৮ ডেসিমেল (উত্তর অংশ), চুয়াপুর, কদমতলা, পোস্ট- চালতিয়া, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২০১৪ সালের বিক্রির দলিল নং ৩৪৭৭, এডিএসআর বহরমপুর, পঃবঃ -তে নিবন্ধিত অনুসারে। সম্পত্তিটি **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত** উত্তর- ২০ ফুট কাঁচা রাস্তা দ্বারা; দক্ষিণ- অনুপম চ্যাটার্জির সম্পত্তি দ্বারা; পূর্ব- ২০ ফুট কাঁচা রোড দ্বারা; পশ্চিম- অন্যদের জমি দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীপিয়ালী বিশ্বাস,** স্বামী- শুভজিৎ বিশ্বাস।	ক)১৬.০১.২০২৪ খ) ২৯.১০.২০২৩ গ) ৭,৬৬,১৩৪.৬৫ টাকা **(সাত লক্ষ ছেষট্টি হাজার একশো চৌত্রিশ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র)** ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে , সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদ সহ।

তারিখ: ০৭.০৪.২০২৪
স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন ।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনকমনকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।

আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে ।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	মেসার্স এ. এসকে. জোরি হাউস, স্বত্বাধিকারী- আহমাদুল্লাহ সেখ (ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা ও জামিনদার) শাখা: কাকদ্বীপ শাখা	১৬.০৪.২০২২ এবং ০৩.০৪.২০২৪	২,১৬,২১৮.৩৭ টাকা (বারো লক্ষ ষোল হাজার দুইশো আঠারো টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২২ অনুযায়ী এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	জেলা ২৪ পরগনা, পরগনা- সুন্দরবন, তৌজি নং ১, মৌজা-সীতারামপুর, জেএল নং-৭, আরএস খতিয়ান নং ৮৮২, আরএস দাগ নং ২৯৯৩ এ অবস্থিত কমবেশি ১০ সাতক পরিমাপের জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার দলিল নং ৪৫৭৭/২০১৪ আহমাদুল্লাহ সেখের নামে। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - দাগ নং ২৯৯৩ এবং ২৯৯৭, দক্ষিণে - রাধানাথ বৈরাগীর জমি, পূর্বে- মারফাত মোল্লার জমি, পশ্চিমে- স্বপন হালদারের জমি দ্বারা ।

*** আমরা এতদ্বারা ২১.০৩.২০২৪ তারিখের ১৩(৪) এর পূর্ববর্তী নোটিশ বাতিল এবং/অথবা প্রত্যাহার করছি যা সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে আপনার কাছে জারি করা আমাদের অধিকার এবং প্রতিকারের প্রতি কোনো প্রতিবন্ধকতা না রেখে উল্লিখিত আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান এবং সেখানে উপলব্ধ প্রণীত সংশ্লিষ্ট নিয়মগুলির অধীনে।

তারিখ: ০৩.০৪.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

‘কেন্দ্র পরিকল্পিত ভাবে ভারী শিল্প ধ্বংস করে অনলাইন শপিং অ্যাপসকে গুরুত্ব দিচ্ছে’

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দুর্গাপুরের ডিএসপি এবং দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার এলাকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা বিতর্কে উচ্ছেদকারীদের পাশে দাঁড়ালেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কীর্তি আজাদ। শনিবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে জেলা আদিবাসী শাখার উদ্যোগে আদিবাসী সম্মেলনে আসেন তিনি। এখানেই তিনি জানিয়ে যান, কেন্দ্র সরকার অধীনস্থ সংস্থাগুলি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছে। এই লোকসভা ভোটকেই তাঁরা অন্তিম লড়াই বলে মনে করছেন। তৃণমূল সরকার উচ্ছেদকারীদের পাশে আছে। এভাবে উচ্ছেদ কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না। তাই এই ভোটকেই কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অন্তিম লড়াই হিসাবে নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে উৎখাত করার ডাক দেওয়া হয়েছে।

এদিন দামোদর নদের নাব্যতা বাড়াতে পলি পরিষ্কার নিয়ে যে দীর্ঘকালীন দাবি, আন্দোলন চলছে সেই প্রসঙ্গে কীর্তি আজাদকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানিয়েছেন, যেহেতু এটা কেন্দ্রের বিষয়, তাই তিনি সাংসদ হলে লোকসভায় এ ব্যাপারে আওয়াজ তুলবেন। প্রসঙ্গত, কীর্তি আজাদ জানিয়েছেন, দুর্ভাগ্য যে এই কেন্দ্র সরকারের মধ্যেই তিনি একদিন ছিলেন। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্র সরকার এই ভারী শিল্পকে রাখতে চাইছে না। তাদের চোখে এখন অনলাইন শপিং অ্যাপসগুলিই শিল্প। ফলে যে ভারী শিল্প অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তা ধ্বংস করে দিচ্ছে। একদা যে ডিএসপিতে ৩৪ হাজার কর্মী কাজ করতেন, তা এখন ঠেকেছে ৭ হাজারে। এভাবেই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

কীর্তি জানিয়েছেন, যে দেশের মানুষ ভুখা পেটে থাকে তারা চাঁদে উপগ্রহ পাঠালে হাততালি দেবে না - এটা বুঝতে চাইছে না কেন্দ্র সরকার। অন্যদিকে, বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের এই প্রার্থীর ভাষা সমস্যা নিয়ে ইতিমধ্যেই যে চর্চা শুরু হয়েছে এদিন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন কীর্তি। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর মাতৃভাষা মৈথেলি। মৈথেলির সঙ্গে বাংলার প্রচুর মিল রয়েছে। তিনি চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাংলা বলতে ঠিক সমস্যাটা কোথায় সেটা তিনি এখনও ধরতে পারেননি। যেদিন ধরতে পারবেন সেদিন থেকেই তিনি বাংলায় বলতে শুরু করবেন। আর এজন্যই তিনি ২-৩ মাসের সময় চেয়েছেন।

অন্যদিকে, দিলীপ ঘোষের দাদাগিরি নিয়েও এদিন সরব হন তিনি। বলেন, ‘দাদাগিরি, গুণ্ডাগিরি করছে বিজেপি-আরএসএস। তাঁদের ভাষাই অত্যাচারী জমিদারদের মতো। বাংলার মানুষ তার জবাব দেবে।’ এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়েও এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে ভস্মাসুর, কখনও মহিষাসুর বলে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, ‘যে ভাবে মা দুর্গা ত্রিশুল নিয়ে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, এখানকার মা-বোনেরাও তেমনই ইভিএমে জোড়াফুলের বোতাম টিপে দিলীপ ঘোষকে বধ করবে। তাঁকে এমন ভাবে হারাবে যে দিলীপ ঘোষ রাজনীতিই ছেড়ে দেবে সারাজীবনের মতো। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কীর্তি আজাদ হিন্দু দেবদেবীর প্রসঙ্গকে বারবার তুলে ধরেন। তিনি এদিন বলেন, ‘মোদীর ঝুটা গ্যারান্টির বদলা হচ্ছে মমতার সারাজীবনের ওয়ারান্টি। মমতা যা বলেন, তা করেন। কিন্তু মোদি গত ১০ বছরে কোনও কথাই রাখেননি। দিলীপ ঘোষ যে ভাবে নারী জাতিকে অপমান করেছেন, তাতে এই সমস্ত লোকের চিন্তাধারা ও বিচারধারা সম্পর্কে সকলেই বুঝতে পারছেন। আর এই লোকেরা সংসদে গেলে আপামর নারী জাতির কী অবস্থা হবে তা সকলেই বুঝতে পারছেন।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিন বীরবাহা হাঁসদা জানিয়েছেন, এই লোকসভার ভোট আসলে আদিবাসীদের অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াই। আদিবাসী সমাজ দীর্ঘদিন ধরে সারণা ধর্মের জন্য লড়াই করছে। কিন্তু কেন্দ্র এখনও তাতে আমল দেয়নি। এই ভোটে সেই লড়াইকে বুঝে নিতে হবে আদিবাসীদের। এটাই সুযোগ। তিনি জানিয়েছেন, বিজেপি আসলে আদিবাসীদের অধিকার বলে আর কিছু থাকবে না। বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিন স্বপন দেবনাথ জানান, বিজেপি সরকার মুখেই আদিবাসীদের কথা বলে, কিন্তু দেশের রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে থাকলে যেখানে প্রধানমন্ত্রী বসে থাকেন, কিংবা নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনে যেখানে রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণই জানানো হয় না, তা থেকেই বোঝা যায় আদিবাসীদের সম্পর্কে কেন্দ্রের ভাবনা কী। এদিন আদিবাসী নেতৃত্বদের আদিবাসী এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের অনুরোধ করেন স্বপনবাবু। অন্যদিকে, এদিন বর্ধমান পূর্বের প্রার্থী ডা. শর্মিলা সরকার জানিয়েছেন, তাঁর লোকসভা এলাকায় গঙ্গার ভাঙন, তাঁতিদের সমস্যা এবং সবজি হিমঘর তৈরির বিষয় নিয়ে তিনি জয়ী হলে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবেন।

উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আদিবাসী শাখার উদ্যোগে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কীর্তি আজাদ ও বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শর্মিলা সরকারের সমর্থনে আদিবাসী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান সংস্কৃতি লোক মঞ্চে।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্য এসসি, এসটির সম্পাদক দেবু টুডু, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার সহ বিশিষ্ট তৃণমূল কংগ্রেসের মানুষজন আদিবাসী নৃত্যের তালে বর্ধমান সংস্কৃতি লোক মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় বিশেষ বিশেষ অতিথিদের এবং সেইখানে আসন্ন লোকসভা ভোটে কী ভাবে জয়যুক্ত হওয়া যায় সেই নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয় এবং অতিথিদের সম্মানিত করা হয় মঞ্চে।

বিহারে দু’জনকে খুনের অভিযোগে মোবাইলের সূত্রে পানাগড়ে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিহারে দু’জনকে খুনের অভিযোগে লুকিয়ে রেহাই মিলল না অভিযুক্তর, মোবাইলের সূত্র ধরে পানাগড় থেকে গ্রেপ্তার ব্যক্তি। দু’টি খুনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পানাগড়ের রেলপাড়ে নতুন পাড়া এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে শনিবার দুপুরে ২টো নাগাদ মহকুমা আদালতে পেশ করল বিহারের ভাগলপুরের নগাছিয়া থানার পুলিশ ও কাঁকসা থানার পুলিশ। নগাছিয়া থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির নাম অজিত যাদব। তাঁর বাড়ি বিহারের ভাগলপুরে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২০১৬ সালে এক ব্যক্তি ও চলতি বছরের মার্চ মাসের ৮ তারিখ এক ব্যক্তিকে কয়েকজন মিলে খুন করেন বলে অভিযোগ। সেই খুনের অভিযোগে অন্যদের গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হলেও, তদন্তে নেমে পুলিশ দু’টি খুনের ঘটনায় জড়িত অজিত যাদবের দীর্ঘ দিন ধরে খোঁজ চালাচ্ছিল। অবশেষে মোবাইলের সূত্র ধরে নগাছিয়া থানার পুলিশ ওই ব্যক্তির পানাগড়ে আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকার কথা জানতে পারে। এরপরই বিহার পুলিশ কাঁকসা থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে যৌথ অভিযান চালিয়ে শুক্রবার মধ্যরাতে তাঁকে রেলপাড় এলাকার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে মহকুমা আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিম্যান্ডে ভাগলপুর নিয়ে যাবে বলে জানা গিয়েছে।

টিম শুভেন্দু অধিকারী হারাবে দিলীপ ঘোষকে: কীর্তি আজাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ‘আমার কাছে অনেক তথ্য আছে, ওর দলের লোকরাই ওকে হারাবে, বর্ধমান দুর্গাপুর আসনে টিম শুভেন্দু অধিকারী হারাবে দিলীপ ঘোষকে। আজ, শনিবার প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ।

টিম শুভেন্দু অধিকারী হারিয়ে দেবে বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে, অনেক তথ্য আছে তার কাছে সব সময়মতো খুলবেন, আর সেটা বুঝতে পেরেই নাকি দিলীপ ঘোষ সাতসমুদ্র পাড় করে আন্দামান চলে গিয়েছেন। এদিন দুর্গাপুরের মেজর পার্কে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে পাশে নিয়ে এই বিস্ফোরক মন্তব্য বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ।

এদিন সকালে দুর্গাপুর মেজর পার্কে প্রাতর্ভ্রমণে বেরন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ, কথা বলেন প্রাতর্ভ্রমণকারীদের সঙ্গে, ফুটবল খেললেন পার্কে আসা খুদেদের সঙ্গে, তোলে ছবিও, সঙ্গে শোনেন এক প্রাতর্ভ্রমণকারীর গান। আর সেখানেই নিজের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে বিস্ফোরক মন্তব্য বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। যদিও বিষয়টিকে আমল দিতে রাজি হয়নি বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের দাবি, যাকে প্রচারে গিয়ে দলের অন্দরের দ্বন্দ্বে পালিয়ে গিয়ে মন্দিরে আশ্রয় নিতে হয়, তাঁর মুখে দিলীপ ঘোষ বা বিজেপি সম্পর্কে কোনও কথা মানায় না।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দাবি, বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের স্টাইলেই তিনি এদিন শুধু প্রাতর্ভ্রমণ করাই নয়, দিলীপবাবু যে ভাবে জনসংযোগ করেন, সে ভাবে কীর্তি আজাদও লোকজনের সঙ্গে জনসংযোগ করলেন।

ইদের প্রাক্কালে প্রশাসনিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মেমারি থানা ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বিডিও অফিসের অডিটোরিয়াম কক্ষে এলাকার ইমাম ও বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও সমাজসেবীদের নিয়ে সভা করা হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ দপ্তর, জল এবং পুলিশ ট্র্যাফিক ব্যবস্থা নিয়েও বিশেষ বন্দোবস্তের কথা বলেন। তারপরেও যদি কোথাও কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মেমারি থানার অফিসার ইনচার্জকে জানাতে একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া হয়, যা হল ৯১৪৭৮৮৮৫৫৪। এই নম্বরে মিসড কল নয়, একমাত্র ফোন করে বা হোয়াটসঅ্যাপে জানানো যাবে বলে জানান ওসি।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য, মেমারি থানার ওসি দেবাশিস নাগ সহ পুলিশ অফিসারবৃন্দ, মেমারি ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শতরূপা দাস, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনন্যা বেরা, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বসন্ত রুইদাস, কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, মেমারি মাদ্রাসার সম্পাদক কাজি মোঃ ইয়াসিন, মেমারি মারকাজ মাদ্রাসার পক্ষে হাজী আব্দুল মোমিন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দক্ষিণবঙ্গে প্রচারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: উত্তরবঙ্গের পর এবার দক্ষিণবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার করতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৭ তারিখ পুরুলিয়া জেলায় সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ৮ তারিখ সভা আছে বাঁকুড়ায়। এই দু’টি সভা করার জন্য আজ শনিবার ৪.২৯ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান অণ্ডাল কাজি নজরুল বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখান থেকে তিনি সড়ক পথে রওনা দেন দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে। নির্বাচন বিধি লাগু হওয়ার জন্য সরকারি কোনও গেস্ট হাউসে

থাকবেন না তিনি। তাই তিনি সিটি সেন্টারে ক্ষুদিরাম সরণিতে অবস্থিত একটি বেসরকারি হোটেলে থাকবেন।

প্রচার শুরু তৃণমূলের প্রার্থী অসিত মালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: মঙ্গলকোট ব্লকে আজ শনিবার প্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অসিত মাল ভোটের প্রচার শুরু করলেন, পালিগ্রাম অঞ্চল থেকে। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল মঙ্গলকোটের পালিগ্রামে এদিন লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করলেন মনসা মন্দিরে পুজো দিয়ে। তৃণমূল প্রার্থী অসিত মাল বলেন যে, ‘আমি এ নিয়ে তিনবার বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হলাম। উন্নয়নের স্বার্থে আমাকে ভোট দেবেন। মঙ্গলকোট ব্লকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করব আমি। এলাকার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেবে।’

মালদার ঘাকশোলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নতুন মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শিবাবতার যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ ১৯৪০ সালে উত্তরবঙ্গে বিশাল হিন্দু মহাসভা করেন। তাতে কয়েক হাজার নরনারী গুরুমহারাজের কৃপাশীর্বাদ লাভ পেয়ে ধন্য হন। ধীরে ধীরে সঙ্ঘের অকুণ্ঠ আশীর্বাদে এখানকার বিভিন্ন নিম্ন শ্রেণির গরিব অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন পূজনীয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ, শ্রদ্ধেয় স্বামী হিরন্ময়ানন্দজি মহারাজ। এঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ জনগণের সেবার্থে আজ সারা উত্তরবঙ্গে কয়েক শত সঙ্ঘের শাখা প্রশাখা নির্মিত হয়েছে।

শনিবার মালদা জেলার ঘাকশোলে সঙ্ঘের বিশাল কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। তখনকার সময় এটি ছিল মুখ্য আদিবাসী কল্যাণকেন্দ্র। এখানে বসে সারা উত্তরবঙ্গের সেবামূলক কার্য সুসম্পন্ন হত। সেখানেই নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করলেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজি মহারাজ। এই অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা থেকে আগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও প্রচুর ধর্মপ্রেমী নরনারী উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ঘাকশোল আশ্রম সঞ্চালক স্বামী বৈবস্বতানন্দজি মহারাজ সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করেন।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: স্কুটিতে চড়ে শহর বর্ধমানে কাজে যাওয়ার পথে বাঁকুড়া মোড়ে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবতীর। মৃতের নাম সাবিয়া সুলতানা, বয়স আনুমানিক ২৪ বছর। ওই যুবতীর বাড়ি খণ্ডঘোষ থানার কেশবপুর গ্রামে। শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ শহর বর্ধমানের এক বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে কাজে যাওয়ার পথে বাঁকুড়া মোড়ে লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ওই যুবতী।

গ্রীষ্মের শুরুতেই সংকট
জলের দাবিতে কোলিয়ারির সামনে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: গ্রীষ্মের শুরুতেই খনি এলাকায় দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে বলে দাবি। অণ্ডালের উখড়া গ্রামও তার ব্যতিক্রম নয়। গ্রীষ্মের শুরুতেই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সংকট। এলাকার বেশিরভাগ পুকুর, কুয়োয় জলস্তর নেমে গিয়েছে। ফলে জল নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে গ্রামজুড়ে। অন্যান্য বছর মার্চ মাসের শুরু থেকে বাঁকোলা এরিয়ার শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি থেকে ট্যাংকারে করে পানীয় জল সরবরাহ করা হত উখড়া গ্রামে। এ বছর এখনও পর্যন্ত সেই ব্যবস্থা চালু করেনি কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। দ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার দাবিতে শনিবার সকাল থেকে শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারির গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন গ্রামবাসীদের একাংশ। গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকজন সদস্যও।

বাসিন্দাদের পক্ষে গৌতম গড়াইয়ের দাবি, এলাকার কুয়ো, পুকুরের জলস্তর নেমে গিয়েছে। পানীয় জলের জন্য এলাকায় শুরু হয়েছে হাহাকার। জল সংগ্রহ করতে বাসিন্দাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরের মতো যাতে এ বছরও ট্যাংকারে করে পানীয় জল সরবরাহ করে সেই দাবিতেই অবস্থান বিক্ষোভ বলে জানান তিনি।

উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলের দাবি, ‘প্রতিবছরই গ্রীষ্মের সময় উখড়া গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা হয়। শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে ডিসেম্বর মাসেই জানিয়েছিলাম মার্চ মাসের শুরু থেকে জল সরবরাহ করার জন্য। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু এখনও জল সরবরাহ শুরু করেনি।’ বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফের আলোচনা করা হবে বলে জানান তিনি। তবে শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চন্দননগরের সুভাষপল্লির শীতলা পুজোয় হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি কবিতা বর্মন সহ আরও অনেকেই বিজেপিতে যোগদান করলেন।

শনিবার হাঁসন বিধানসভার শীতলগ্রাম পরিক্রমা করলেন বীরভূম লোকসভার প্রার্থী দেবাশিস ধর।

রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিল না বিরোধীরা, জনসভায় কটাক্ষ মোদির

উত্তর প্রদেশ, ৬ এপ্রিল: আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে শুরু হয়েছে জোরদার ভোটপ্রচার। শনিবার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে এক জনসভা থেকে রাম মন্দির নিয়ে বিরোধীদের একহাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

চলতি বছরের শুরুতেই অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন হয়েছে। রাম মন্দিরে ভগবান রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু বিরোধী শিবিরের অনেকেই সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করেননি। তা নিয়েই সাহারানপুর থেকে সরাসরি কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে যাওয়ার বিরোধিতা করা কি শোভা দেয়?'এই বছরের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে রাম মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে রামলালার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সেখানে উপস্থিত থাকলেও কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের কাউকেই দেখা যায়নি প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে। সেই ইস্যুতেই কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে মোদি বলেন, 'যদি কেউ প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে এসে পড়েন, তাহলে তাঁকে কংগ্রেস থেকে ৬ বছরের জন্য বের করে দেওয়া হয়েছে। দেশে এরকম কি কেউ করতে পারে!' অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধন ঘিরে গোটা দেশে এক উৎসবের চেহারা তৈরি হয়েছিল। আমজনতার মধ্যে এক ভিন্ন মাত্রায় উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। রাম মন্দির উদ্বোধনের সন্ধেয় দেশজুড়ে পালিত হয়েছিল 'অকাল দীপাবলি'। গোটা দেশকে এক সুতোয় গেঁথেছে রাম-ভাবনা। সেই কথাই আজ আবারও স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী এদিন সাহারানপুরের সভা থেকে বললেন, 'ভগবান রামকে ছাড়া কি দেশের কল্পনা করা যায়! আমাদের এখানে তো সকাল-সন্ধে যখনই কারও সঙ্গে দেখা হয়, রাম-রাম বলে কথা শুরু হয়। অন্তিম যাত্রাও রামের নাম নিয়েই হয়। সেই রামের বিরুদ্ধেই এত রাগ! আমার তো মাথাতেই আসছে না। সামনেই রামনবমী আসছে। ধুমধাম করে লোক পালন করবে। আমরাও দেখতে চাই, কত বিরোধিতা করতে পারে।'

৫ লাখে বিক্রি দুধের শিশু !

১০ সদ্যোজাতকে বিক্রির পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: দুধের শিশুও বিক্রয় পণ্য!

সদ্যোজাতর দাম ৫ লাখ! দিল্লিতে শিশু পাচার চক্র ধরতে গিয়ে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে সিবিআইয়ের হাতে। শুধু তা-ই নয়, সিবিআইয়ের এক সূত্রের দাবি, এক মাসেই ১০টি সদ্যোজাতকে বিক্রি করা হয়েছে। দিল্লির কেশবপুরম এবং দিল্লি-এনসিআরে এই পাচার চক্র ধরতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।

তদন্তে উঠে এসেছে, সদ্যোজাত পাচার চক্রের জাল শুধু দিল্লি নয় বিভিন্ন রাজ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই দিল্লির আশপাশের এলাকা, এমনকি বেশ কয়েকটি রাজ্যেও তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে সিবিআই। বেশ কিছু দিন ধরেই দুধের শিশু পাচার সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছিল তদন্তকারী সংস্থাটি। সেই সূত্র ধরে একটি এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে। তার পরই তল্লাশি অভিযানে নামে সিবিআই। শুক্রবার সন্ধ্যায় দিল্লির দ্বারকা, উত্তর-পশ্চিম দিল্লি, রোহিণী এবং এনসিআরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে যায় সিবিআই।

সিবিআই সূত্রে খবর, সদ্যোজাতদের পণ্যের মতোই কেনাবেচা চড়ছিল। একটি দুধের শিশুর দাম ৫ লাখ পর্যন্ত উঠে যাচ্ছিল। মোটা টাকার লোভে জালও ছড়াতে শুরু করে। বেশ কিছু বড় হাসপাতালও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আতশকাচের তলায় রয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, মোট আট জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে দু'টি সদ্যোজাতও। এই দুই সদ্যোজাতকে কেশবপুরম এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই শিশুগুলিকে পাচারের জন্য জড়ো করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

সিবিআই তদন্তে বিস্ফোরক তথ্য

এবার ভারতের নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ চিনের বিরুদ্ধে

ওয়াশিংটন, ৬ এপ্রিল: আমেরিকার পর এবার ভারতের নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠল চিনের বিরুদ্ধে। আর সেজন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে চাইছে ড্রাগনের দেশ। আমেরিকান তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফটের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। মাইক্রোসফটের এক রিপোর্টে মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার দাবি,কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে শুধু ভারত নয়, চিনের নিশানায় রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকার নির্বাচনও।

'সেম টার্গেটস, নিউ প্লেবুকস' নামের এই রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, 'সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনগুলিতে চিন কোনও না কোনও ফায়দা তুলতে চাইবে।' ভারতের ভোটে প্রভাব বিস্তার প্রসঙ্গে মাইক্রোসফট বলছে, গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনগুলিতে প্রভাব খাটাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এআই ব্যবহার করতে চাইছে ড্রাগনের দেশ। নিজেদের ফায়দার জন্য জিনপিংয়ের দেশ সামাজিক মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ভোটের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেও, এ ভাবে ভারত বা আমেরিকার ভোট প্রভাবিত করা কঠিন বলেই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু চিন চেষ্টা চালিয়ে যাবে বলেও উল্লেখ রয়েছে।

মাইক্রোসফটের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত জানুয়ারি মাসে তাইওয়ানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এ ভাবেই প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালিয়েছিল প্রতিবেশী দেশটি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অন্য রাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টার বিষয়টি তাইওয়ান-নির্বাচনের আগে নজরে আসেনি। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাটির হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, শুধু তাইওয়ানের নির্বাচনে প্রভাব খাটিয়েই থেমে থাকবে না, তাদের লক্ষ্য আরও অনেক দূর। ভারত ও আমেরিকার মতো দেশের ভোটকে প্রভাবিত করার জন্য উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার করার চেষ্টা করছে কমিউনিস্ট দেশটি।

নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশটি ভারতের নির্বাচনের ফলকে এমন ভাবে প্রভাবিত করতে চাইছে। তাছাড়া ভারতে সাইবার নজরদারি বা সাইবার হানা চিনের তরফে নতুন নয়। বার বার তা ভারত প্রতিহত করলেও, চিন চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সরাসরি লোকসভা নির্বাচনে চিনা প্রভাব, ভারতের ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

ফের আমেরিকায় রহস্যমৃত্যু ভারতীয় ছাত্রের, প্রশ্ন নিরাপত্তার

ক্লিভল্যান্ড, ৬ এপ্রিল: ফের আমেরিকায় রহস্যমৃত্যু ভারতীয় ছাত্রের! এনিয়ে চারমাসে দশম মৃত্যু। মৃতের নাম উমা সত্য সাই গাড্ডে। নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওহাইও প্রদেশের ক্লিভল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে এই ভারতীয় ছাত্রের। কিন্তু কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গত মাসেই আবদুল মহম্মদ নামে এক ভারতীয় ছাত্র এই ওহাইও-র ক্লিভল্যান্ড থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। এখনও তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। তবে মুক্তিপণ চেয়ে একাধিকবার তাঁর পরিবারকে ফোন করা হয়েছিল। এরই মধ্যে ক্লিভল্যান্ডে অন্য এক ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যুর খবর সামনে এল। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করে দূতাবাসের তরফে জানানো হয়, 'ক্লিভল্যান্ডে ভারতীয় ছাত্র উমা সত্য সাই গাড্ডের হঠাৎ মৃত্যুতে আমরা শোকস্তব্ধ। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর মরদেহ ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

চলতি বছরের প্রথম থেকেই মার্কিন মুলুকে একের পর ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। শুধুমাত্র জানুয়ারি মাসেই চার পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। তখনই আমেরিকায় ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল নয়াদিল্লি। তার পরই গত ফ্রেব্রুয়ারি মাসে হোয়াইট হাউস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, 'জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিংসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বরদাস্ত করা হবে না। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর প্রশাসন কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন। হিংসা রোখার চেষ্টা করছি। যারা এই হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কিন্তু তার পরও প্রশ্ন উঠছে, কোথায় নিরাপত্তা?

উল্লেখ্য, গত মাসেই আমেরিকায় খুন হয়েছিলেন বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া পারুচুরি অভিজিৎ নামে এক ভারতীয় ছাত্র। একটি গাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়েছিল ওই পড়ুয়ার দেহ। এর আগে ফ্রেব্রুয়ারি মাসে দু'জনের মৃত্যু হয়। অভিজিতের মৃত্যু ছিল নবম।

কংগ্রেসের 'ন্যায় পত্রে' চাকরি থেকে স্বাস্থ্যবিমা,অসংখ্য আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: ভোটের মুখে বড় প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের। লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইস্তাহার প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। এই ইস্তাহারের নাম দেওয়া হয়েছে 'ন্যায় পত্র'। ইস্তাহারে ৩০ লক্ষ সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ থেকে শুরু করে ২৫ লক্ষ টাকা অবধি ক্যাশলেস স্বাস্থ্যবিমা, ৫০ শতাংশ অবধি জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ ও এলজিবিটিকিউআইএ প্লাস-দের বিবাহে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ওই ইস্তাহারে। কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্প অবলুপ্তি করা এবং জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, সনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী ও প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর উপস্থিতিতে শুক্রবার কংগ্রেস ন্যায় পত্র প্রকাশ করে। ন্যায়পত্রে জানানো হয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস নির্বাচিত হলে, দেশজুড়ে আর্থ-সামাজিক এবং জাতি ভিত্তিক জনসুমারি করা হবে।

কৃষকদের নূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি গ্যারান্টিও দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কংগ্রেস। এর পাশাপাশি জনজাতি, উপজাতি ও পিছিয়ে পড়া অন্যান্য শ্রেণির জন্য ৫০ শতাংশ অবধি সংরক্ষণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকরিতেও ১০ শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।কংগ্রেসের ন্যায়পত্রে রাজস্থানের মতোই দেশ জুড়ে ২৫ লক্ষ টাকা অবধি ক্যাশলেস চিকিৎসার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতায় এলে কংগ্রেস এক বছরের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ডিপ্লোমা শুরু করবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ন্যায়পত্রে জানানো হয়েছে, ক্ষমতায় এলে দেশের সংখ্যালঘুরা পোশাক, খাবার, ভাষা ও ব্যক্তিগত আইনের স্বাধীনতা পাবে। নির্বাচনে স্বচ্ছতা আনতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ও ব্যালট পেপারকে একসঙ্গে ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছে। এলজিবিটিকিউআইএ প্লাস-দের বিবাহের জন্য আইন আনা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ইস্তাহারে।

আচমকা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠল লখনউ-আগরা এক্সপ্রেসওয়ে ! বাস-ট্রাক-গাড়ি চলা রাস্তায় নামল যুদ্ধবিমান। চমকে গেলেন স্থানীয়রা। বায়ুসেনার সুখোই-৩০ এম কে আই ঝকঝকে কালো পথ ছুঁল, খানিক বাদে উড়েও গেল নির্বিঘ্নে। কিন্তু কেন? আসলে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি ভারতীয় বায়ুসেনা, সেই মহড়া দিতেই বিমানঘাঁটির বদলে লখনউ-আগরা এক্সপ্রেসওয়েতে নামল অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানটি।

লখনউ-আগরা এক্সপ্রেসওয়েতে নামল বায়ুসেনার সুখোই-৩০ এম কে আই

লখনউ, ৬ এপ্রিল: লখনউ-আগরা এক্সপ্রেসওয়ে। বাস-ট্রাক-গাড়ি চলা রাস্তায় নামল যুদ্ধবিমান। চমকে গেলেন স্থানীয়রা। বায়ুসেনার সুখোই-৩০ এম কে আই ঝকঝকে কালো পথ ছুঁল, খানিক বাদে উড়েও গেল নির্বিঘ্নে। কিন্তু কেন? আসলে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি ভারতীয় বায়ুসেনা, সেই মহড়া দিতেই বিমানঘাঁটির বদলে লখনউ-আগরা এক্সপ্রেসওয়েতে নামল অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানটি।

বায়ুসেনার 'মিশন গগন শক্তি'র অন্তর্গত ছিল লখনউ-আগরা এক্সপ্রেসওয়ের সফল মহড়া। সম্প্রতি কেন্দ্র সুখোই-৩০ এম কে আই-এর দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক মহড়ার অনুমোদন দিয়েছে। সুখোই-৩০ এম কে আই-এর সক্ষমতা বাড়াতে ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ডিআরডিও এবং হিন্দুস্তান অ্যারোনেটিক্স লিমিটেডকে যৌথভাবে প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন রাডার, মিশন কন্ট্রোল সিস্টেম, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ প্রকৌশল, অস্ত্র ব্যবহারে বিমানের সক্ষমতা বৃদ্ধি যার অংশ।

সুখোই-৩০ এম কে আই ফাইটার জেট। প্রায় দু'দশক আগে রাশিয়ার কাছ থেকে এই যুদ্ধবিমান কিনেছিল ভারত। এই যুদ্ধ বিমানের আয়ু ২০ বছর বাড়িয়ে নিতে চাইছে ভারতীয় বায়ুসেনা। বায়ুসেনার হাতে রয়েছে ২৭২টি এসইউ ৩০ এম কে আই যুদ্ধ বিমান। দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট এই বিমান যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী।

কোভিডের চেয়েও ভয়ংকর অতিমারির চেহারা বার্ড ফ্লুর !

ওয়াশিংটন, ৬ এপ্রিল: ফের অতিমারির আশঙ্কা। এবার কোভিডের চেয়েও ভয়ংকর অতিমারির চেহারা নিতে পারে বার্ড ফ্লু। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বার্ড ফ্লু সংক্রমণ ছড়ানোর খবর আসছিল। বার্ড ফ্লু মানবদেহে সংক্রমিত হওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকার জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থা।

আগামী দিনে যে বার্ড ফ্লু হু হু করে ছড়াবে তা একপ্রকার নিশ্চিত করা হয়েছে আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) তরফে। সম্প্রতি টেক্সাসে এক খামারকর্মীর চোখ লাল হয়ে যাওয়ার পর জানা যায় তিনি বার্ড ফ্লু আক্রান্ত। ২০০৩ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত এইচ৫এন১ বার্ড ফ্লুতে যতজন আক্রান্ত হয়েছেন, তাতে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এখনও এই ভাইরাস পাওয়া ৮৮৭ জনের মধ্যে ৪৬২ জনেরই মৃত্যু হয়েছে।

সম্প্রতি আন্টার্কটিক বহু পেঙ্গুইনের মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আমেরিকার টেক্সাসের গবেষকদের চোখে পড়ে বার্ড ফ্লু-র এইচ৫এন১ স্ট্রেনের উপস্থিতি। এর পরই জানা যায়, সেখানকার একটি গবাদিপশুর খামারেও বার্ড ফ্লু ছড়িয়েছে। এক খামার কর্মী গোরুর শরীর থেকে সংক্রমিত ভাইরাসে আক্রান্ত হন। তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়। এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল হলেও, বার্ড ফ্লুর সংক্রমণে উদ্বিগ্ন গবেষকরা।

গত ১ এপ্রিল বিষয়টি নজরে আসতেই এবার কোভিডের মতো এই ভাইরাসও মানবদেহে সংক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এক বার্ড ফ্লু বিশেষজ্ঞের মতে, ইতিমধ্যেই সংক্রমণের শিখরে পৌঁছে গিয়েছে এইচ৫এন১ ভাইরাস। বার্ড ফ্লুর এই স্ট্রেন আরও অভিযোজন বা মিউটেশন হলে এবং অতি সংক্রামক ধারা বজায় রাখলে, মৃত্যুর হার আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কার প্রকাশ করা হয়েছে।

লাক্ষাদ্বীপে মন মজেছে ভারতীয় পর্যটকদের, প্রধানমন্ত্রী মোদি যাওয়ার পরই নতুন 'ট্রেন্ড'

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: কথায় আছে, কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষমাস।

গত জানুয়ারি মাসে লাক্ষাদ্বীপ সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীকে লাক্ষাদ্বীপে বেড়াতে আসার আবেদন করেছিলেন। ভারতীয়দের কাছে অন্যতম প্রিয় পর্যটনকেন্দ্র মালদ্বীপের সৌন্দর্য ও লাক্ষাদ্বীপে সৌন্দর্য কার্যত একই, ভৌগোলিক পরিবেশগত ভাবে দুই জায়গার যথেষ্ট সাযুজ্য আছে। এদিকে, সেই সময় মালদ্বীপ সরকারের দুই প্রতিনিধি মোদির লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণ নিয়ে কটাক্ষ করায় পুরো পরিবেশ বদলে যায়।

গোটা দেশের মানুষ সে সময় প্রধানমন্ত্রীর অপমানকে নিজেদের অপমান মনে করেই মালদ্বীপ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পাশাপাশি শুরু হয়েছিল লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের নতুন ট্রেন্ড। সেই ঘটনার জেরে মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় পর্যটকরা মুখ ঘোরানোয়, তাদের সর্বনাশ হলেও, পৌষমাস হয়েছে ভারতের।

তথ্য বলছে, নিউ ট্রেন্ড তৈরি হওয়ায় লাক্ষাদ্বীপের পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। দ্বীপে ক্রমশ বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা, দাবি প্রশাসনের। এই অবস্থায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে লাক্ষাদ্বীপের যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সংবাদসংস্থা এএনআই-এর সঙ্গে কথোপকথনে পর্যটন আধিকারিক ইমতিয়াজ মহম্মদ টি বি জানান, মোদির সফরে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। প্রচুর লোক লাক্ষাদ্বীপ সম্পর্কে জানতে ফোন করছেন। শুধু দেশের লোকেরা নয়, বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক দ্বীপে বেড়াতে আসবেন বলে খবর নিচ্ছেন। লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণ ক্রুজ ভ্রমণ। পর্যটক বাড়ায় জাহাজের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ইমতিয়াজ জানান, ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে অল্প কিছু বিমান সংস্থার মাধ্যমে লাক্ষাদ্বীপের সংযোগ স্থাপন হয়ে থাকে। আশা করা যায়, বিমানের সংখ্যা এবার বাড়বে। এর ফলে ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক পর্যটক লাক্ষাদ্বীপে বেড়াতে যাবেন। কিছুদিন আগে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফর গোটা বিশ্বের নজর কেড়েছে। একই কথা বললেন পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকরাও।'

দ্বীপে বেড়াতে আসা পর্যটকরাও একই কথা বলছেন। মুম্বইয়ের বাসিন্দা অমন সিং বলেন, 'লাক্ষাদ্বীপ আসা নিয়ে মনে একাধিক সংশয় ছিল। মোদি ঘুরতে আসার পরেই সব সংশয় ঝেড়ে ফেলি। দিল্লির বাসিন্দা সুমিত আনন্দ বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর লাক্ষাদ্বীপের ছবি, ভিডিও দেখার পরেই এখানে আসব বলে ঠিক করি।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি জানুয়ারি মাসে লাক্ষাদ্বীপের সাদা বালুতটে, নীল জল আর আকাশের ছবি পোস্ট করেন এক্স হ্যান্ডেলে। ক্যাপশানে লেখেন, 'সাহসী অভিযানকে আলিঙ্গন করতে চান যিনি,'লাক্ষাদ্বীপ তাঁর তালিকায় থাকবেই। তারপর মালদ্বীপের প্রতিনিধিদের কটাক্ষে, লাক্ষাদ্বীপ নিয়ে মানুষের কৌতূহল এক লহমায় বেড়ে যায়।

ভারতের প্রশংসা মলদ্বীপের বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল: এবার ভারতের প্রশংসা মলদ্বীপের বিদেশমন্ত্রীর মুখে। ভারতের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে ইতিমধ্যেই দেশের একাংশের তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুকে। এবার প্রশংসার সুর তাদেরই দেশের মন্ত্রীর গলায়।

মলদ্বীপ সরকারের একের পর এক অন্যায় পদক্ষেপের পর ভারত অত্যাবশকীয় পণ্যে রপ্তানি বন্ধ করেছিল সেদেশে। তাতেই সমস্যায় পড়ে মলদ্বীপ। এরপর ভারতের কাছে অত্যাবশকীয় পণ্যে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয়েছিল। ভারত সেই অনুরোধ মেনেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে। জানিয়েছে, এবার ভারত থেকে মলদ্বীপে চাল, ডাল, আলু, ডিম, আটার মতো অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি করা হবে। মোদি সরকারের এমন মানবিক সিদ্ধান্তের প্রশংসায় মলদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী মুসা জামির। সে দেশের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু যখন সবসময় ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েই শান্তি খোঁজেন, সে সময় মুসা জামিরের প্রশংসা কিছুটা হলেও মুখ পোড়াল প্রেসিডেন্টের। মলদ্বীপের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্ক বহুদিনের।

বাটলারের শতরানে কাজে এল না বিরাট-সেঞ্চুরি, হ্যাটট্রিক বেঙ্গালুরুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ সম্পূর্ণ কাজে লাগালেন বিরাট কোহলি। এ বারের আইপিএলে প্রথম শতরান এল বিরাট-ব্যাট থেকে। তাঁর শতরানের ইনিংসের দাপটে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৩ উইকেটে ১৮৩ রান তুলল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল নিয়ে বিতর্কের জবাবও দিয়ে দিল কোহলির ব্যাট।

দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলেননি কোহলি। আইপিএলের আগে বেশ কিছু দিন ক্রিকেট থেকে দূরে রেখেছিলেন নিজেকে। অনুশীলনও করেননি। তাতে অবশ্য কোহলির ক্রিকেটীয় দক্ষতায় একটুও খামতি তৈরি হয়নি। চেনা মেজাজেই আইপিএলে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। শনিবার রাজস্থানের বিরুদ্ধে আইপিএলে নিজের ৫৩তম অর্ধশতরান পূর্ণ করলেন ৩৯ বলে। জয়পুরের ২২ গজে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে দেখা গিয়েছে কোহলিকে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ট্রেন্ট বোল্টের মতো বোলারেরা তাঁকে থামানোর উপায় খুঁজে পাননি। পরে আইপিএলে নিজের অষ্টম শতরান পূর্ণ করলেন ৬৭ বলে। ১২টি চার এবং ৪টি ছক্কা দিয়ে সাজালেন নিজের ইনিংস। ওপেন করতে নেমে দলের ইনিংসের শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকলেন। দায়িত্ব নিয়ে খেললেন প্রতিটি বল। দলকে এক বলের জন্যও চাপে পড়তে দিলেন না। ৭২ বলে ১১৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে জবাব দিলেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বিতর্কেরও। এই ইনিংসেই আইপিএলে ৭৫০০ রানের মাইলফলকও স্পর্শ করলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। প্রথম ব্যাটার হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৩৪ রান করার সঙ্গে সঙ্গে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন কোহলি।

কোহলিকে বাদ দিয়ে আসন্ন বিশ্বকাপের দল গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ। তাঁর সেই ভাবনা কত বড় ভুল ছিল, তা প্রমাণ হয়ে গেল জয়পুরের ২২ গজে। কোহলি প্রমাণ করে দিলেন ২০ ওভারের ক্রিকেটেও তাঁকে থামানো সহজ নয়। তরুণদের ক্রিকেটেও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। বোলারদের শাসন করার বিরাট ভঙ্গি বোর্ড কর্তাদের ভুল ভাঙাতে পারে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা আগেই কোহলিকে বাদ দেওয়ার কথা শুনে 'বিদ্রোহ' করেছিলেন। সতীর্থের বিদ্রোহকেও শক্তি দিয়ে গেল শনিবার কোহলির শতরানের ইনিংস। কয়েক দিন আগে সাংবাদিকদের কোহলি অনুরোধ করেছিলেন, ''আমাকে কিং বলবেন না।'' তবু ব্যাট হাতে যে তিনিই 'রাজা' তার প্রমাণ আরও এক বার পেল ক্রিকেট দুনিয়া।

কোহলির সঙ্গে মানানসই ছিলেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক ডুপ্লেসিও। তিনি ৪৪ রান করলেন ৩৩ বলে। তাঁর ব্যাট থেকে এল ২টি চার এবং ২টি ছয়। প্রথম উইকেটের জুটিতে কোহলির সঙ্গে তুললেন ১৪ ওভারে ১২৫ রান। তিনি আউট হওয়ার পর দলের ইনিংস টানলেন মূলত কোহলি। কারণ তিন নম্বরে নামা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ব্যর্থ (১)। চার নম্বরে নামা সৌরভ চৌহানও রান পেলেন না (৯)। শেষ পর্যন্ত কোহলির সঙ্গে ২২ গজে ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন (৫)।

রাজস্থানের বোলারদের মধ্যে সফলতম চহাল ৩৪ রানে ২ উইকেট নিলেন। ৩৩ রানে ১ উইকেট নান্দ্রে বার্জারের। কোহলির দাপটের সামনে উইকেটহীন থাকতে হল বোল্ট, অশ্বিনদের।

কাইফের প্রশ্ন, জাদেজার জায়গায় কোহলি থাকলে কামিন্স কী করতেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাই সুপার কিংসের ইনিংসে তখন ১৯তম ওভার। বোলার সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পেসার ভুবনেশ্বর কুমার। ওভারের চতুর্থ বলটি স্টাম্প তাক করে ইয়র্কার মেরেছিলেন তিনি। চেন্নাইয়ের ব্যাটসম্যান রবীন্দ্র জাদেজা ইয়র্কার কোনোমতে ঠেকিয়ে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। বল তখন ভুবনেশ্বরের হাতে। রানআউটের জন্য স্টাম্প তাক করে থ্রো করেছিলেন তিনি। জাদেজা পড়িমড়ি করে ক্রিজে ফেরার সময় স্টাম্প ঢেকে ফেলেছিলেন এবং ভুবনেশ্বর থ্রো করায় বল তাঁর পিঠে লেগেছে। জাদেজা ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই হাত ছড়িয়ে একবার প্রতিবাদও জানিয়েছেন।

মাঠে দুই আম্পায়ার রোহান পণ্ডিত এবং যশবন্ত বার্দে এরপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। জাদেজা 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' আউট হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে কথা বলেছেন দুই আম্পায়ার। ব্যাপারটা নিশ্চিত হতে তৃতীয় আম্পায়ারের দ্বারস্থ হবেন কি না, সেটা নিয়েও কথা হয়েছে। কিন্তু সানরাইজার্স অধিনায়ক প্যাট কামিন্স মাঠে আম্পায়ারদের থামিয়েছেন। জাদেজাকে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' আউট করতে চাননি কামিন্স। তাই মাঠের আম্পায়ারদের তৃতীয় আম্পায়ারের দ্বারস্থ হতে দেননি এই অস্ট্রেলিয়ান পেসার।

জাদেজা তখন ২০ বলে ২৫ রানে ব্যাট করছিলেন। ১৮.৪ ওভারে চেন্নাইয়ের সংগ্রহ ১৫৬/৪। চেন্নাইয়ের ইনিংস ২০ ওভার শেষে থেমেছে ৫ উইকেটে ১৬৫ রানে। ২৩ বলে ৩১ রানে অপরাজিত ছিলেন জাদেজা। ১৮.৪ ওভারে সেই ঘটনার পর ইনিংসের বাকি ৮ বলে ড্যারিল মিচেলের উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯ রান তুলতে পেরেছে চেন্নাই।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার কামিন্স চেন্নাই-সানরাইজার্স ম্যাচে ওই মুহূর্তের পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করেছেন। কামিন্স সম্পূর্ণ কৌশলগত কারণ থেকে জাদেজাকে 'অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড' আউট করতে চাননি নাকি ব্যাপারটা 'ফেয়ার প্লে' ছিল;সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সানরাইজার্স অধিনায়কের প্রতি এই প্রশ্ন তুলেছেন কাইফ।

চেন্নাইয়ের ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী ১৮.৪ ওভারে জাদেজা আউট হলে মহেন্দ্র সিং ধোনি ব্যাটিংয়ে নামতেন। মিচেল আউট হওয়ার পর অবশ্য চেন্নাইয়ের ইনিংসে ৩ বল বাকি থাকতে নেমেছিলেন ধোনি। ২ বলে ১ রানে অপরাজিত ছিলেন। কাইফ তাঁর পোস্টে বোঝাতে চেয়েছেন, ধোনির ফিনিশিং-ক্ষমতা জাদেজার চেয়ে ভালো। আর জাদেজা তখন দ্রুত রান তুলতে পারছিলেন না। তাঁকে আউট করে ক্রিজে ধোনির বিপজ্জনক ব্যাটসম্যানকে নিয়ে আসাটা কৌশলগত জায়গা থেকে কামিন্সের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছিল কি না; এই প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের হয়ে ১৩ টেস্ট ও ১২৫ ওয়ানডে খেলা কাইফ।

আর্জেন্টাইন ফুটবলার হিসেবে কাকে বেছে নিলেন সালাহ?

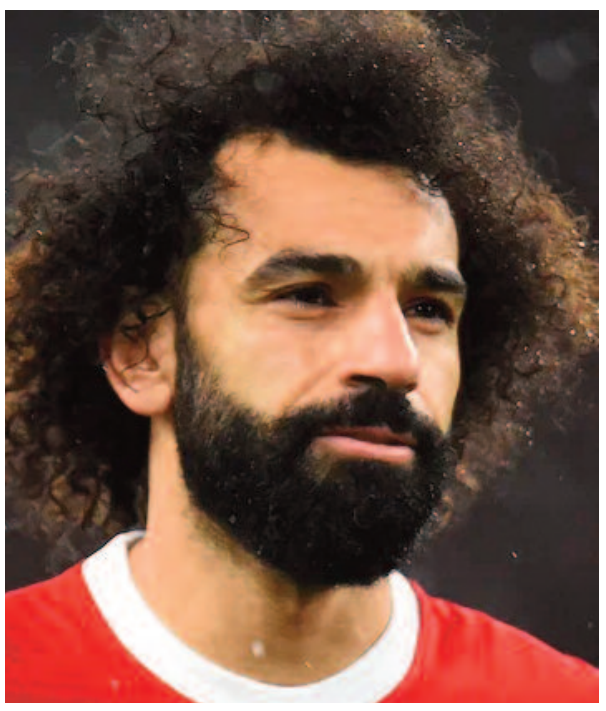

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও একটি স্বপ্নের মতো মৌসুম কাটাচ্ছেন লিভারপুল তারকা মোহাম্মদ সালাহ। লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে এ মৌসুমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৬ গোল করেছেন এই মিসরীয় উইঙ্গার। লিগে গোল করায় তাঁর ওপরে আছেন শুধু ম্যানচেস্টার সিটি তারকা আর্লিং হলান্ড (১৮টি)। বর্তমানে লিভারপুল-আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটির যে ত্রিমুখী শিরোপা,লড়াই চলছে, সেখানে সামনের ম্যাচগুলোয় বড় ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে সালাহর।

সালাহর পাশাপাশি লিভারপুলের হয়ে আলো ছড়াচ্ছেন দলটির আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টারও। সর্বশেষ শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে দারুণ এক গোলে ম্যাচের গতিপথ বদলে দিয়েছিলেন এ মিডফিল্ডার।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ম্যাক আলিস্টারের প্রসঙ্গ টেনে সালাহর কাছে তাঁর প্রিয় আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়ের কথা জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে মেসির প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা জানান দিয়েছেন 'ইজিপসিয়ান কিং',খ্যাত এই ফুটবলার। পাশাপাশি এ সময় আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতাকে পছন্দের কথাও জানান সালাহ।

নিজের পছন্দের আর্জেন্টাইন ফুটবলার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইএসপিএন আর্জেন্টিনাকে সালাহ বলেছেন, 'ম্যাক অ্যালিস্টার ছাড়া বললে মেসি, আমি মেসিকে ভালোবাসি। মেসি হচ্ছে মেসি। আমি বাতিস্তুতাকেও পছন্দ করি। আর্জেন্টিনায় একবার তার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছিল, সে তার স্বাক্ষর করা জার্সিও আমাকে দিয়েছিল।'

পছন্দের আর্জেন্টাইন খেলোয়াড় বেছে নেওয়ার পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিজীবনের কিছু বিষয়ও ভাগাভাগি করেছেন সালাহ, 'আমি প্রায় প্রতিদিন দাবা খেলি। আমি বেশ উল্লেখযোগ্য সময় নিয়ে যোগব্যায়াম করি এবং প্রায় প্রতিদিন ধ্যান করি। আমি ছোট ছোট জিনিস বিকশিত করার চেষ্টা করি। শুধু ফুটবলে নয়, ব্যক্তি হিসেবেও। ফুটবলে নিজের সেরা দিতে আমি সবকিছু করি, কিন্তু মানুষ হিসেবেও আমার বিকশিত হওয়া দরকার।'

প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় শিরোপা জয় থেকে মাত্র আট ম্যাচ দূরে আছেন সালাহ। আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি ঘাড়ে নিশ্বাস ফেললেও ব্যাটনটা এখনো লিভারপুলেরই হাতে। তবে আগামীকাল গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে লিভারপুল মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। এই ম্যাচের ফলের ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে লিভারপুলের শিরোপা, ভাগ্য।

দুর্ঘটনায় আহত পাকিস্তান দলের দুই মহিলা ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের ব্যাটার বিসমাহ মারুফ ও লেগ স্পিনার গুলাম ফাতিমা গতকাল গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। সিটি স্ক্যানের পর নিশ্চিত হওয়া গেছে, তাঁদের চোট খুব একটা গুরুতর নয়;এক বিজ্ঞপ্তিতে এটা জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

একই সঙ্গে বোর্ডের পক্ষ থেকে এও জানানো হয়েছে যে দুজনকেই তৎক্ষণাৎ প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের বোর্ডের চিকিৎসক দলের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আসন্ন হোম সিরিজ সামনে রেখে এই দুজনই জাতীয় দলের ক্যাম্পে ছিলেন। করাচিতে আগামী ১৮ এপ্রিল তিন ওয়ানডে ও পাঁচ টি-টোয়েন্টির সিরিজটি শুরু হওয়ার কথা। পাকিস্তানের সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজ হয়েছে গত ডিসেম্বরে, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।

বিসমাহ ও ফাতিমা দুজনেই সেই সিরিজে খেলেছেন। ৩ ম্যাচের সিরিজে বিসমাহ ৮৯ রান করেন। তৃতীয় ওয়ানডেতে খেলেন ৬৮ রানের ইনিংস, যে ম্যাচটিতে সুপার ওভারে গিয়েছিল পাকিস্তান।

অন্যদিকে ফাতিমা সেই সিরিজে উইকেট নেন ৬টি, যা সিরিজে সর্বোচ্চ।

বিসমাহ পাকিস্তানের হয়ে ওয়ানডে খেলেছেন ১৩৩টি, রান করেছেন ৩২৭৮। টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ১৪০টি, রান ২৮৯৩। সেই তুলনায় কিছুটা নতুন ফাতিমা। তিনি পাকিস্তানের হয়ে ওয়ানডে খেলেছেন ১৫টি, উইকেট পেয়েছেন ২৭টি। ৫টি টি-টোয়েন্টি খেলে উইকেট ২টি।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের দাবি

কারস্টেন ও গিলেস্পিকে কোচ পদে চূড়ান্ত করেছে পিসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ওপেনার গ্যারি কারস্টেন এবং অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার জেসন গিলেস্পিকে ছেলেদের জাতীয় দলের কোচ পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি। সংশ্লিষ্ট সূত্র মারফত এই খবর জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'জিও নিউজ'।

সংবাদমাধ্যমটি সূত্র মারফত জানিয়েছে, সাদা বলের সংস্করণে কারস্টেনকে এবং লাল বলে গিলেস্পিকে কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা সেরে পিসিবি এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে। পিসিবি এর আগে নিজেদের ওয়েবসাইটে কোচ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এবং আবেদনের শেষ তারিখ জানানো হয় ১৫ এপ্রিল।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮ এপ্রিল থেকে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। তার আগে কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল পিসিবি। অবশ্য সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১ জুন থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

গত বছরের নভেম্বরে পিসিবিতে পরিবর্তন আসার পর মিকি আর্থার, গ্র্যান্ট ব্র্যাডবার্ন ও অ্যান্ড্রু পুটিককে জাতীয় দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থেকে সরিয়ে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির দায়িত্বে পাঠানো হয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে এই তিন কোচ নিজ নিজ দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তারপর নতুন কোচ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল পিসিবি। গত বছর এপ্রিলে পাকিস্তান ছেলেদের জাতীয় দলের পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয় মিকি আর্থারকে। ব্র্যাডবার্ন পান ছেলেদের জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব। গত বছরেরই এপ্রিল থেকে সাবেক প্রোটিয়া ক্রিকেটার পুটিক জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সহকারী প্রধান কোচের একটি পদও রেখেছে পিসিবি। এই পদে আবেদনের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সহকারী প্রধান কোচের দায়িত্ব পালনে অন্তত লেভেল টু পর্যায়ের কোচিং সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এর পাশাপাশি যেকোনো আন্তর্জাতিক, ফ্র্যাঞ্চাইজি কিংবা ঘরোয়া দলের সঙ্গে অন্তত তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোচ হিসেবে ভারতকে ২০১১ বিশ্বকাপ জেতানো কারস্টেন এখন আইপিএলে গুজরাট টাইটানসের 'মেন্টর',এর দায়িত্বে আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১০১টি টেস্ট ও ১৮৫টি ওয়ানডে খেলেছেন সাবেক এই ওপেনার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭১টি টেস্ট ও ৯৭টি ওয়ানডে খেলা গিলেস্পি কিছুদিন আগে সাউথ অস্ট্রেলিয়া ও অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের ছেলেদের দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়েন। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে কোচ হিসেবে ইয়র্কশায়ারকে টানা দুবার শিরোপা জিতিয়েছেন গিলেস্পি।

শিরানের মাধ্যমে শাহরুখের কাছে যা জানতে চাইলেন গিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাথমেটিকস ট্যুরে গত মাসে ভারতে এসেছিলেন ইংরেজ গায়ক এড শিরান। সময়টা তিনি ভালোই উপভোগ করেছেন। মুম্বাইয়ে কনসার্ট তো জমেছেই, এর পাশাপাশি ভারতের বেশ কয়েকজন তারকার সঙ্গেও দেখা করেছেন শিরান। বলিউড কিংবদন্তি শাহরুখ খানের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি গুজরাট টাইটানসের তারকা শুবমান গিলের সঙ্গেও ভালো সময় কেটেছে তাঁর। গিলের সঙ্গে ক্রিকেটও খেলেন শিরান। গতকাল গিলের সঙ্গে সময় কাটানোর একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন তিনি। কৌতুকাভিনেতা তন্ময় ভাটও খাওয়া-দাওয়া এবং আড্ডামূলক সেই সময় কাটানোয় উপস্থিত ছিলেন।

গিলের সঙ্গে বসে খাবার খাওয়ার সময় শিরান তাঁকে বলেন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক শাহরুখের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যাবেন। তাঁর সঙ্গে বসে ডিনার করবেন। তখন শিরানকে গিল বলেন, 'তাকে (শাহরুখ) জিজ্ঞেস করবে আমাকে কেন ধরে রাখেনি।'

ব্যাপারটা আরেকটু খুলে বলাই ভালো। একটি রেস্টুরেন্টে বসে একসঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন শিরান, গিল ও তন্ময়। তখন শিরান বলেন, 'আজ রাতে শাহরুখ খানের সঙ্গে ডিনার করব।'

প্রত্যুত্তরে গিল বলেন, 'আমি তার দলে খেলতাম।' কথাটা শুনে শিরান বেশ অবাক হন। তাঁর জানা ছিল না, শাহরুখের খেলাধুলার কোনো দল আছে। এ সময় তন্ময় ভাট শিরানকে বুঝিয়ে বলেন, আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের মালিক শাহরুখ। গিল এ সময় মজা করে শাহরুখকে ওই কথাটি জিজ্ঞেস করতে বলেন শিরানকে। ব্যাপারটি যে মজা, সেটা আন্দাজ করে নেওয়া যায় গিল কথাটি বলার পর তিনজন একসঙ্গে হেসে ওঠায়।

২০১৮ আইপিএলের আগে গিলকে ১.৮ কোটি রুপিতে কিনেছিল কলকাতা। ২০২১ সাল পর্যন্ত নাইটদের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলেন ভারতীয় এই ওপেনার। ২০২২ আইপিএলের আগে তাঁকে কিনে নেয় গুজরাট টাইটানস। গত আইপিএলে ১৬ ম্যাচে ১৫৬.৬২ স্ট্রাইকরেটে ৮২৭ রান করা গিলকে এবার আইপিএলে অধিনায়ক বানিয়েছে গুজরাট। এবারের মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ১৫৯.২২ স্ট্রাইকরেটে ১৬৪ রান করেছেন গিল।

২০২১ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত 'লাভ, ফেইথ অ্যান্ড বিয়ন্ড' শর্ট-ফিল্মে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি নিয়ে গিল বলেছিলেন, 'কেকেআরের সঙ্গে আমার বন্ধনটা বিশেষ কিছু। একবার এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর আপনি তাদের সঙ্গে চিরকাল খেলতে চাইবেন...আমি যদি সেটা পারতাম তাহলে চিরকালই খেলতাম।' কলকাতা যে গিলকে ছেড়ে দিয়ে আক্ষেপ করে, ব্যাপারটা এমনও নয়।

গত বছর ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভিকি মায়শোর বলেছিলেন, 'এটা দেখে ভালো লাগে যে কিছু খেলোয়াড় যারা এখানে (কলকাতা) বেড়ে ওঠার পর অন্য দলে গিয়ে ভালো করছে। শুবমান গিল তাদের মধ্যে একজন।' গিলের সঙ্গে সাক্ষাতে ক্রিকেটও খেলেছেন শিরান। একসঙ্গে বসে পানিপুরি ও লাচ্ছির পাশাপাশি অন্যান্য প্রচলিত খাবারও খেয়েছেন এই ইংরেজ গায়ক। গত ১৬ মার্চ মুম্বাইয়ে পারফর্ম করেন শিরান।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**